খবরের ঘন্টা
আশ্রয়
আবাসনের সঙ্গে সবুজায়নের কথা ভাবতে হবে
ছন্দ ফিরে পাওয়ার আশ্রয় ছন্দ নীড়
অজানা আশ্রয়ীদের ভিনগ্রহী বলা হয়
আবাসন ঃ অনগ্রসরদের জন্য ভাবনা

Er. Vaskar Biswas

Civil Engineer & Govt. Valuer

Contact Nos :
+91-94741-01321, 98320-68560
email : creatorvb@rediffmail.com
94, S.N. Bose Road, Deshbandhupara, Siliguri-734004

SILIGURI TERAI B.ED COLLEGE
&
SILIGURI PRIMARY TEACHERS' TRAINING COLLEGE
Recognised by NCTE, Ministry of HRD
Govt. of India
Affiliated to : WBUTTEPA & WBBPE
Admission Open for B.ED & D.EL.ED Course
Web : www.slgttc.com
E mail : slgtbc@gmail.com
CONTACT NO : 97350 61656
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427
TERAI INTERNATONAL SCHOOL
Registration No : SO185236
HOSTEL ADMISSION FOR - CLASS V to VIII
DAY BOARDING FACILITY
FULL BOARDING FACILITY
TRANSPORTATION FACILITY
EXTRA CURRICULUM ACTIVITY
উত্তরবঙ্গের
একমাত্র বাংলা মাধ্যমের
DAY BOARDING এর
সুবিধাযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
E mail : terai.tis@gmal.com
CONTACT NO : 75869 09494
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

- ★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- ★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

MANUFACTURING :

- ★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- ★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- ★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

AGRICULTURE :

- ★ BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

- ★ PAUL AUTOMOBILES
- ★ M&C IRON STORES
- ★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

Er. Pradip Debnath
Ex-Resident Engineer of C.E.C.P.L (Bhutan)
Govt. Approved Building Surveyor, (LBS, B/270 SJDA)
(LBS 1-68 SMC)

SAHIL CONSULTANCY

ENGINEERS & DEVELOPER ● BUILDING PLANNER
DESIGNER ● ESTIMATOR ● FACTORY DESIGNER
AND ALSO PROMOTE OWNERSHIP FLAT

Office :
Raja Rammohan Roy Road
Near Friends Union Club
East Vivekananda Pally, Siliguri-06
Tel : 9434007295
8617379318

সবার আশ্রয় চাই

দেবরাজ ঘোষ
(শিক্ষক, কগনিশন হাব, লেক টাউন , শিলিগুড়ি)

অন্ন বস্ত্র বাসস্থান মানুষের মৌলিক চাহিদা। তিনটিই বাঁচার জন্য প্রয়োজন। অন্ন বা খাদ্য সব প্রানীই গ্রহন করার জন্য ছোটাছুটি করে। কিন্তু মানুষ বাদে অন্য প্রানীগুলো তাদের বস্ত্র প্রয়োজন কিনা তা নিয়ে ভাবে না। তারা মানুষের মতো বুদ্ধিমান নয়। কিন্তু লজ্জা নিবারনের জন্য বস্ত্র প্রয়োজন তা মানুষ বোঝে। এজন্যই মানুষ আর পশুতে যত ফারাক। কিন্তু বাসস্থান সব প্রানীরই দরকার। বাবুই পাখির বাসা তৈরির কথাতো সকলেরই জানা আছে। পাখিরও যেমন বাসা আছে তেমনই পিঁপড়েরও বাসা আছে। বাসা আছে সাপেরও। খাদ্যের পর বাসস্থান

সকলেরই চাই। সেই হিসাবে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ তার সৌখিনতা এবং বিজ্ঞানপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সুন্দর সুন্দর সব বাসস্থান তৈরি করে আজকাল। আর পৃথিবীতে মানুষের যত সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে মানুষের বাসস্থান নিয়েই সমস্যা তৈরি হচ্ছে। কেননা জমি কম। মানুষ বেড়েছে জমিতো বৃদ্ধি পায়নি। পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল। ফলে বাসস্থান নিয়ে মানুষেরও মনে চিন্তা বাড়ছে। এক ফালি জমিতে অনেক লোকের বসবাসের জন্য তৈরি হচ্ছে ফ্ল্যাট বা আবাসন। আবার পৃথিবীর বাইরে কোথাও আশ্রয় নেওয়া যায় কিনা তার চিন্তাও করছেন বিজ্ঞানীরা। শুরু হয়েছে এ নিয়ে কাজকর্ম। এখন প্রশ্ন হলো, সব মানুষের বাসস্থান চাই পৃথিবীতে। আমরা দেখি বহু মানুষ রোদজল উপেক্ষা করে ফুটপাথে থাকেন। অনেক মানুষ স্টেশনে বা বাসস্ট্যান্ডে পড়ে থাকেন। সবাই ভালো ভাবে থাকুক, সবার আশ্রয় হোক এমনটাই চাই।

দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্য কল্পে গঠিত
Dream Haven Public charitable Educational Trustসংস্থা আপনার
সহানুভূতিপূর্ণ অনুদান ধন্যবাদসহ গ্রহণ করবে।
Donation is Exempted U/S 80G
Vide order No. 80G/cit/slg/tech/2010-11 dt. 19-8-2010
approved from 07--12-2009
visit : www.dreamhaven.in (Phone : 0353-2526076)
'মুকুন্দ মালঞ্চ', ১৮ রাসবিহারী সরনি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
দুঃস্থরা আবেদন করতে পারেন

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. VI Issue-5
1st November-30th November 2022 ASHROY
ষষ্ঠ বর্ষ-সংখ্যা-৫ আশ্রয়
অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
নভেম্বর ২০২২ আশ্রয়

দাম ঃ ২০ টাকা

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ করিমুল হক (পদ্মশ্রী তথা বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা)
জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী)
ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক)
গৌতমবুদ্ধ রায়
মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী)
তরুন মাইতি (সমাজকর্মী)
রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক)
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ)
সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী)
ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ)
নির্মল কুমার পাল (হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব)
ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক)
সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী)
সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া)
নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি)

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh
Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা.........মুসাফীর.............০৩
আশ্রয়হীনতার মূল কারণ বহু জন্ম বা জন্মদূষণ....সুশ্বেতা বোস..০৭
আমাদের আশ্রয়............................বাপি ঘোষ........................০৮
আশ্রয়ের মানে শান্তি...................সজল কুমার গুহ..................১০
পরিবেশ বজায় রেখে হোক আবাসন শিল্প...বিশ্বজিৎ দাস.........১০
অজানা আশ্রয়ীদের ভিনগ্রহী বলা হয়...নির্মলেন্দু দাস................১১
আশ্রয়......................................কবিতা বনিক.........................১২
আবাসনের সঙ্গে সবুজায়নের কথা ভাবতে হবে..ভাস্কর বিশ্বাস..১৩
ছন্দ ফিরে পাওয়ার আশ্রয় ছন্দ নীড়.........সমীর নন্দী...............১৪
আবাসন আশ্রয়ের ভাবনায় রাজ্য আবাসন পর্ষদ..অমিত ঘোষ....১৫
প্রবীনদের আশ্রয় ছন্দনীড়...................সমীর নন্দী....................১৬
আবাসনে কর্মসংস্থান...........................মৃনাল পাল..................১৭
আবাসনের সঙ্গে সবুজ চাই................বিনায়ক বোস..............১৯
রোটি, কপড়া আর মকান.......জ্যোৎস্না আগরওয়ালা................২০
ভিন রাজ্যের বাসিন্দারা ফ্ল্যাট কিনছে
শিলিগুড়িতে..........................অরুপ নন্দী..............................২২
আবাসন ঃ অনগ্রসরদের জন্য ভাবনা.....প্রদীপ দেবনাথ...........২৩
হার্ডওয়্যারের ব্যবসা বাড়ছে......নির্মল কুমার পাল...................২৪
নির্মাণ শ্রমিকদের কথাও ভাবছি....সুসময় ভট্টাচার্য্য.................২৫
আশ্রয়................................অর্পিতা দে সরকার.....................২৭
সবার আশ্রয় চাই.................................দেবরাজ ঘোষ............২৮

ঃঃ কবিতা ঃঃ

আশ্রয়..বাপি ঘোষ...................০৬
করোনাশা............................সৌভিক দাস.............................০৬
যুগল সন্ধি.......................................গোপা দাস.......................০৭
পিঁয়াজ, লঙ্কা, পান্তা ভাত-সে বড় সাচ্চা.....মুকুল দাস...............১২
বসত বাড়ি................................গণেশ বিশ্বাস.........................২১
আশ্রয়................................অদিতি পি চক্রবর্তী.....................২১

এবারের আশ্রয় সংখ্যার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানানো হচ্ছে রানা দে সরকার (দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি) এর প্রতি।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

অমৃত—কথা

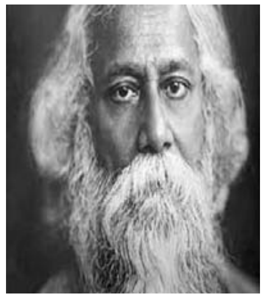

"ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোটো সে তরী আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।"

-----রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(সোনার তরী)

সম্পাদকীয়

আশ্রয়

পুরনো প্রবাদ রয়েছে ,'যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাড়ায় নজন(বহুজন)। '

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান। এই তিন হলো মানুষের মৌলিক চাহিদা। অন্নের সংস্থান এখন অনেক সহজ। রেশনের চাল থেকে শুরু করে বহু মানুষের ত্রান বিলিতে বহু মানুষের অন্নের সংস্থান হয়ে যায় সহজেই। বস্ত্রও আজকাল সহজেই হয়ে যাচ্ছে। বস্ত্র বিলি করবার জন্যতো আজকাল বস্ত্র ব্যাঙ্কও তৈরি হয়েছে। কিন্তু বাসস্থান নিয়ে সেভাবে ভাবনা কোথায়? সভ্য দেশে কেন মানুষ থাকবে ফুটপাথে? সভ্য দেশে কেন বহু মানুষ স্টেশনে রাত কাটাবে?

হু হু করে বাড়ছে জনসংখ্যা। আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে চাহিদা বেড়েছে বাসস্থানের। সেই দিকে তাকিয়ে তৈরি হচ্ছে সব আবাসন। শহরগুলোতে শুরু হয়েছে নগরায়ন থেকে আরও নগরায়ন। সেই সঙ্গে কমছে গাছপালা। যে মানুষ একসময় আশ্রয় নিতো পাহাড়ের গুহায় , সেই আধুনিক মানুষ আজ নিজের সুখের সন্ধানে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির ওপর।

মানুষের সুন্দর বাসস্থানের জন্য ফ্ল্যাট বাড়ি অবশ্যই প্রয়োজন। সেই ফ্ল্যাট তৈরির মাধ্যমে অনেক বেকারের কর্মসংস্থান হচ্ছে। প্রতিদিন প্রচুর শ্রমিক যুক্ত হচ্ছেন এই কাজে। এর মাধ্যমে শ্রমিকরা তাদের অন্ন , বস্ত্র, বাসস্থানের চাহিদা পূরনেও সংগ্রাম করছে। বেকার সমস্যার যুগে এই শিল্পের প্রাসঙ্গিকতাও তাই বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু আশ্রয়ের সুখসন্ধানে গিয়ে মানুষ তার আশ্রয় চিরকালের জন্য হারানোর ব্যবস্থা করছে নাতো? হঠাৎ কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে আবাসনগুলো সব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে নাতো? সেদিকে আমাদের চিন্তা আছেতো? বলা হচ্ছে, শহরে নগরায়নের সঙ্গে সঙ্গে ডেঙ্গুর মতো রোগ বাড়ছে। আর সেক্ষেত্রেও একটি অংশ আঙুল তুলছে ফ্ল্যাটবাড়ির দিকে। ফ্ল্যাট বাড়িগুলোতে জমিয়ে রাখা জল ডেঙ্গুর লার্ভা সৃষ্টি করছে বলেও অভিযোগ উঠছে। আবাসন তৈরির সঙ্গে সঙ্গে সবুজ গাছের মেলাও কেন থাকছে না আবাসনগুলোতে? সবুজ গাছের ফুলের টব ফ্ল্যাটগুলোর নতুন শোভা বর্ধন করতে পারে। আশ্রয় হয়ে উঠতে পারে অন্যরকম। কিন্তু আমরা তা কতটা ভাবছি?

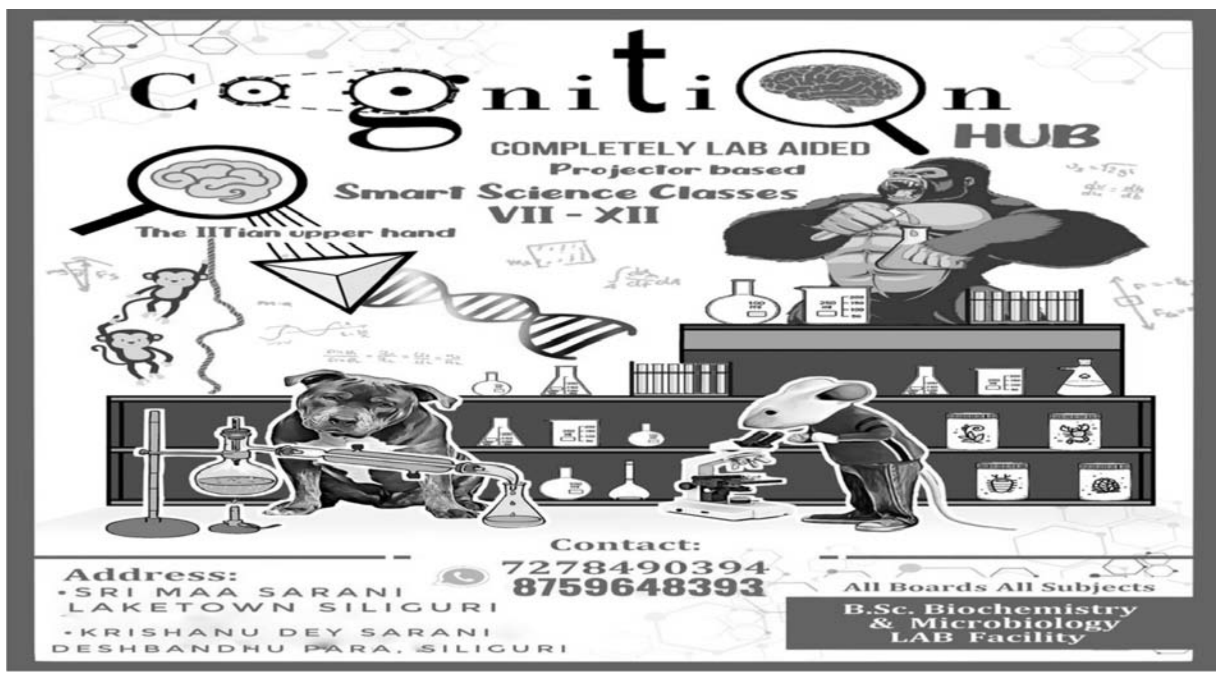

আশ্রয়

অর্পিতা দে সরকার
(সহ সম্পাদিকা, খবরের ঘন্টা-- দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি)

এবারে খবরের ঘন্টা পত্রিকার কভার টপিক পছন্দ করা হয়েছে আশ্রয়। আশ্রয় শব্দটির মাহাত্ম্য সর্বজনস্বীকৃত। আমরা অন্নের সংস্থান করতে পারি, বস্ত্রের সংস্থান করতে পারি কিন্তু বাসস্থান বা আশ্রয় সংস্থান যদি না থাকে তাহলে জীবনের মূল সংস্থা নিয়ে অসম্পূর্ন থাকে। আমার জীবনের প্রথমও শ্রেষ্ঠ আশ্রয় আমার মায়ের গর্ভ বা পেট, পরম আশ্রয়স্থল । একটি মানুষের জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রথম ও শেষ নিশ্চিন্ত আশ্রয় হল তার গর্ভধারিনীর গর্ভ, পরম যত্নে জন্ম দিয়ে মা আমাদের বাস্তব জীবনে প্রবেশ করান, শুরু হয় বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবন যুদ্ধ , বেঁচে থাকার লড়াই । বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে থাকার তাগিদে আশ্রয় হয়ে পড়ে খুব জরুরি। জীবন তখনই সুন্দর হয়ে ওঠে যখন মাথা গোঁজার জন্য থাকে শান্তিপূর্ন আশ্রয় সংস্থান।

জন্মেরপূর্ব থেকে যে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের মধ্যে থেকে আমরা জীবনে বাঁচতে শুরু করি যার স্নেহে ধন্য হয়ে মা ও বাবাকে সবটুকু সন্তানের আশ্রয়কে সুদৃঢ় করতে জীবনপাত করতে হয়। সারা জীবনে কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সন্তানদের সুযোগ্য অবস্থানে পৌঁছে দিয়ে একসময় তাদেরকেই নিজেদের আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে হয় অন্য আশ্রয়ে বা তাদের বাধ্য হতে হয় পরাশ্রয়ে যেতে।

এ কোন আশ্রয়? বড় বিচিত্রই জীবন। কেউ কেউ মা বাবাকে পরম যত্নে আদরে ভালোবাসা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে রেখে দেয়, আবার কেউ কেউ বাবা ও মাকে বাধ্য করে নিজের তৈরি আশ্রয় থেকে বের করে দিয়ে অন্যের আশ্রয় আশ্রিত হতে।

ভালোবাসার আশ্রয়ই পারে ভালোবাসার সম্পর্কগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে। মাথা গোঁজার আশ্রয় যেমন অতি প্রয়োজনীয় তেমনই ভালোবাসার আশ্রয় মানুষকে স্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে স্বপ্ন দেখিয়ে চলে। বেঁচে থাকার তাগিদে আজ মানুষ দিশেহারা, পুরনো বাড়িঘর সব ভেঙে নতুন রুপ নিচ্ছে শহর। ফ্ল্যাট কালচারে ধীরে ধীরে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। আমাদের ছোটবেলার জীবন ও আমাদের সন্তানদের ছোটবেলার জীবনের মধ্যে তৈরি হচ্ছে বিরাট বড় পরিবর্তন। আগে একান্নবর্তী পরিবারের সবার থাকার আনন্দ আজ আর পাওয়া যায় না। পরিবর্তন ভালো। কিন্তু মা বাবা, দাদু দিদা ঠাকুরদা , ঠাকুরমা, জ্যেঠু-জ্যেঠি , কাকু কাকিমা সবার ভালোবাসার আশ্রয় থাকার আনন্দ আজ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। শহরের চিত্র পাল্টে যাচ্ছে। ভালো থাকুক জীবন, ভালো থাকুক আশ্রয়গুলি।

আবাসন শিল্পে সারা পৃথিবীজুড়ে কর্মসংস্থান হচ্ছে। শিলিগুড়িও তার বাইরে নয়। এখানে আবাসন শিল্পের ওপর প্রচুর পরিবার নির্ভর করে। ছাত্রাবস্থা থেকেই আমার মনে স্বপ্ন ছিলো নিজে বাড়ি তৈরি করবো, প্ল্যানিং করবো । সেই ভাবনা থেকেই বাড়ির নকশা তৈরি করতে করতে এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়া। কাজটা করার পর যার জন্য বিল্ডিং বা আবাসন হলো তিনি বা তারা খুশি হলেই হলো। শিলিগুড়ির জ্ঞানদা সুন্দরী লাইব্রেরি, সংহতি মোড়ের উৎসব ভবন সবই আমার তৈরি করা। রাধামাধব মন্দিরের সঙ্গেও ভালো কাজে যুক্ত আমি।

যারা আমার কাছে বাড়ি বানানোর পরামর্শ চাইতে আসেন তাদেরকে আমি বলছি, বাড়ি তৈরি করুন ছোট করে, সুন্দরভাবে তৈরি করুন। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি যাতে বাড়ি তৈরিতে ব্যবহার না হয় সেদিকে নজর রাখুন। আমি শিলিগুড়িতে ইঞ্জিনীয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্টস এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি আমি। বিল্ডিং তৈরির পাশাপাশি আমরা সামাজিক কাজও করি। রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের সংগঠনের উদ্যোগে। যারা এই বিল্ডিং নির্মানের যুক্ত সেই সব শ্রমিকদের কল্যানের কথাও আমরা ভাবছি। তাদের নিয়ে কিছু করার জন্য আমরা চিন্তাভাবনা করছি।

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা -২২

(আয়ুর এই পড়ন্ত বেলায় যখন জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির দিকে ফিরে দেখি তখন দেখতে পাই মানুষের এক বিশাল সমাবেশ। এই ধরনের মানুষের মধ্যেই এমন কয়েকজন রয়েছেন যাদের ব্যক্তিত্ব আমায় তাঁদের ঘনিষ্ট সম্পর্কের দিকে আকর্ষিত করেছে। সেই সব মানুষরা নিজের নিজের ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল এথবং স্বভাস্বর। নিজেকে খুব ধন্য মনে হয় যে কোনও যোগ্যতা না থেকেও এদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। এদের নিবিড় সান্নিধ্য আমার অপূর্ণতাকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়ার অস্পৃহাকে কথা দিয়েই তাদের ছবি আঁকার চেষ্টা করছি। অনেকটা গঙ্গা জলে গঙ্গার পুজো ----মুসাফীর)

(গত শারদীয়া সংখ্যার পর)

ঋষি খুব আনমনা মনে হচ্ছে একটা আবেশের মধ্যে রয়েছে চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটি অপরোক্ষ ভাব দেখতে পায় মনে হয় যেন দেহে থেকেও খুব একটা নেই। কি ব্যাপার খুব আনমনা মনে হচ্ছে কিছু ঘটেছে? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আচ্ছা সবারই কি এরকম হয় । চরম সময়ে একটি অদ্ভূত ব্যাপার ঘটলো। আমার তুরীয় অবস্থার চরম পরিনতির অব্যক্তি আনন্দের চাপে শরীর হঠাৎ করেই হাল্কা হতে আরম্ভ করলো। মেরুদন্ডের নিচে থেকে কিছু একটা সির-সির করে উপরের দিকে উঠতে আরম্ভ করলো একটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ফিলিংস যা কখনো হয়নি--ঠিক বোঝাতে পারছি না। সির-সির করে উপরে ওঠাটা যত মাথার দিকে উঠছিল শরীরটি ও ক্রমশ হাল্কা হয়ে যাচ্ছিল তার সাথে একটি প্রচন্ড ভাললাগা। ঠিক এর পরেই ঘটলো এক আর্শ্চর্য্য ব্যাপার-- আমার শরীর শুন্যে ভাসছে সাপোর্ট হিসেবে একখন্ড মেঘ নিচে রয়েছে। সূর্য্য নেই তবে একটি স্বচ্ছ আলোতে সব দেখা যাচ্ছে। আমার মতই আরো বেশ কয়েকজনকে দেখলাম-- তবে তাঁরা সবাই সাধু। উপর দিক হতে একটি আলোর সার্কেল আমার দিকে নেমে এলো আলোর সার্কেলের মধ্যে একজন নারী-- তাঁর প্রখর রুপের বর্ণনা দিতে পারবো না। ঠিক তখনই তোমার কথা মনে এলো, তোমাকে খুজঁতে লাগলাম ঠিক তখনই তুমি ডাকলে।

ইসস , আমার জন্য তোমার দেবী দর্শন হলো না। উনি একজন সুপার হিউম্যান রিং ছিলেন। অ্যানি এটা কি করে ঘটলো? এটাতো বিজ্ঞানসম্মত নয়। কিন্তু অস্বীকার তো করতে পারবো না। আমাদের মধ্যে একটি প্রচন্ড শক্তি সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে --- বহু যুগ ধরে সেই শক্তি ঘুমন্ত থাকে, যে একমাত্র আঘাত পেলে জেগে ওঠে। তার জন্য পিওর এনার্জির প্রয়োজন, সেই এনার্জি মানুষ যখন খুব তীব্র আনন্দ পায় তখন আসে। আরো অন্যান্য পদ্ধতিও আছে। তোমার ক্ষেত্রে প্রথমটি ঘটেছে। তোমাকে প্রথমদিন দেখেই মনে হয়েছিল তুমি সবার মধ্যে থেকেও খুব স্পেশাল। তোমার জীবনের ভিন্ন মাত্রার যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেছে। তোমার কিছু ঘটেনি। ঘটেছে যা আমার পূর্বের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে গেছে। আমার দেহ মন ক্রমশ যখন এগিয়ে যাচ্ছিল এক অনাস্বাদিত মুহুর্তের জন্য সমস্ত শরীরে একটি

TATA TISCON
JOY OF BUILDING
Platinum Dealer
Berger
Paint your imagination
Sika
BUILDING TRUST
Auth. Dealer Auth. Distributor
deeessrana2013@rediffmail.com

DEE ESS ENTERPRISE

Retail outlet
46, Satyen Bose Road
Deshbandhupara
Siliguri-734004
Ph. : 0353-3591128

C & F Office :
2nd Floor Manoshi Appartment
Babupara, Satyen Bose Road
Siliguri-734004
West Bengal

অসম্ভব চাপ--- আমার সব কিছু নিংড়ে নিয়ে এক চরম আনন্দ নিঃস্পাষিত হলো। মনে হলো আমি তুবড়ি যেমন অসংখ্য আগুনের ফুলকি নিয়ে উপরে ওঠে ঠিক সেভাবেই আজস্র ছোট ছোট তারার মতো ফুলকি হয়ে আকাশে ছড়িয়ে গেলাম। প্রতিটি তারার মধ্যে আমার পূর্ণ অবয়ব এবং এক অদ্ভূত ব্যাপার প্রতিটি অবয়বের মধ্যে তুমি আমার সাথে ছিলে। তারপর সমস্ত তারাগুলো আবার একত্রিত হয়ে আমার শরীরের নাভিস্থল দিয়ে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করলো।

আমি ফিরে এলাম বাইরের চেতনায়। এ এক অনির্বচনীয় আনন্দের অভিজ্ঞতা। প্রথম দৈহিক মিলনের অনেক অভিজ্ঞতার কথা শুনেছি, আমার ক্ষেত্রে যা ঘটলো তা একেবারেই পৃথক। চলো এবার আমরা ফিরি। নিচে নামামাত্র বিদেশি ভদ্রলোক ঋষভকে একটি চিরকূট এগিয়ে দিল--ওতে লেখা আছে পরের দিন দুপুরের ফ্লাইটে ওদের দুজনের জন্য টিকিট বুক করা হয়েছে, কলকাতা যাওয়ার জন্য এবং সকাল ছটার সময় দুজনকেই ওনার সাথে দেখা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ঋষি তার মায়ের জন্য উদ্বিগ্ন হলো। বিদেশি দম্পতিকে প্রনাম করে ওর আশ্রমে ফিরে গেল। আশ্রমে ফিরে ঋষি বড় মামার সাথে কথা বলে জানতে পারলো -- তার মা-র হার্টের সমস্যা বেড়ে যাওয়ায় আইসিইউতে রয়েছেন। পরের দিন নির্ধারিত সময়ে দুজনে মাতাজীর কাছে উপস্থিত হলো। চিন্তা করো না তোমার মা এখন ভালো আছেন এবং তোমাদেরকে দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন। এক নিমেষে ঋষির সমস্ত উদ্বেগ উধাও হয়ে গেলো। প্রনাম করে উঠে দাঁড়ালো দুজনের চোখেই জল। ঋষি আবেগপ্রবন মাতাজীর কোলে মাথা রেখে বললো তোমাকেও চাই আমাকে ছেড়ে যেও না। ওরে পাগল মা কখনো তার সন্তানকে ছেড়ে যায়, তোর সাথেতো আমার বহু জন্মের সম্পর্ক। আশীর্বাদ করি এই জন্মের উদ্দেশ্যটি যেন তুই বুঝতে পারিস এবং সেই মত যেন চলতে পারিস। অন্যের মঙ্গলের মধ্যেই তোর মঙ্গল নিহিত রয়েছে। দুজনে অশ্রুসজল নেত্রে মাতাজীর ঘর থেকে বিদায় নিল।

একটু পরেই রেবতী ঘরে প্রবেশ করলো--মাতাজীর চরনে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে কান্নায় ভেঙে পড়লো। পরম স্নেহে মাতাজী রেবতীকে কোলে টেনে নিলেন, দুই হাত দিয়ে রেবতীর মুখটি তুলে ধরলেন স্থির দৃষ্টিতে রেবতীর দুটি চোখে চেয়ে রইলেন। সে শান্ত হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণের সখিরা কৃষ্ণ মুথুরা চলে যাওয়ার পরেও কৃষ্ণবিহীন হয়নি। কৃষ্ণের প্রেমময় সত্তা সর্বদাই বৃন্দাবনে ছিল, কৃষ্ণের বাঁশিটি যে রাধার কাছেই গচ্ছিত ছিল। কৃষ্ণ প্রেমে যখন নিজেকে বিলীন করেছ তখন কৃষ্ণ প্রাপ্তি তোমার হবেই। সময়ের অপেক্ষায় থাক। (ক্রমশ)

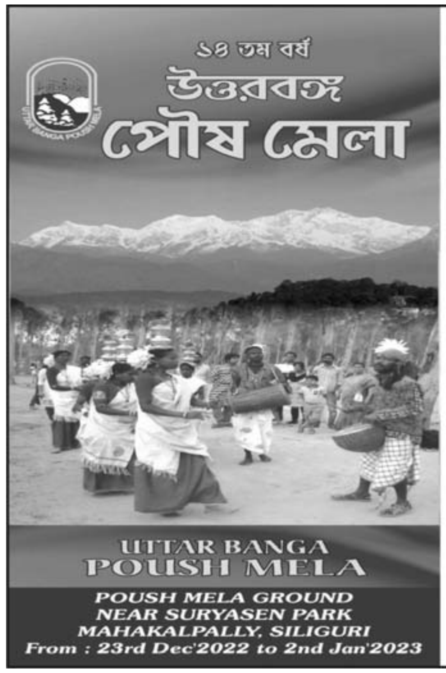

UTTAR BANGA POUSH MELA
POUSH MELA GROUND
Near Suryasen Park, MAHAKAL PALLY
SILIGURI

From : 23rd Dec.2022 to 2nd.Jan2023

FOR ANY ENQUIRY AND FURTHER DETAILS

CONTACT:
Ms. Jyotsna Agarwal
General Secretary
Uttarbanga Poush Mela Trust
Ganesh Ram Compound
Hill Cart Road,Siliguri
Phone :94343-28894

নির্মান শ্রমিকদের কথাও ভাবছি

সুসময় ভট্টাচার্য
(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি)

বাণিজ্য নগরী শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি উত্তরপূর্ব ভারতের করিডর। এখানে আবাসন শিল্প বিগত বেশ কয়েকবছর ধরে বাড়ছে। আমি প্রায় ত্রিশ বছর ধরে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। শহর ক্রমশ বাড়ছে। জমি প্রায় নেই বললেই চলে। দেখা যাচ্ছে, এক বাড়িতে অনেকে বসবাস করছে। কয়েকজন ভাই একসঙ্গে থেকেও ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি করতে পারছে না। সেক্ষেত্রে তারা আমাদের মতো ইঞ্জিনীয়ারদের সহযোগিতা গ্রহন করছে। আবাসন শিল্প যেমন দরকার তেমন কিছু নিয়মও আমাদের মেনে চলা দরকার । যেমন খালি জমিতে ময়লা ফেলে দেওয়া উচিত নয়। আমাদের মেনে চলা দরকার স্বাস্থ্যবিধি। আমরা প্লাস্টিক ফেলে দিচ্ছি নর্দমায়। তাতে জল জমছে। তার থেকে মশার উৎপত্তি হচ্ছে। ফলে পরিবেশ সম্পর্কে বা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আমরা সচেতন থাকবো।

সবুজায়ন নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে। সবুজায়ন না হলে আমাদের কিন্তু সমস্যায় পড়তে হবে। আমরা যখন বিল্ডিং তৈরি করছি তখন কিন্তু বলে দিচ্ছি ফ্ল্যাটের মধ্যে সবুজ টব রাখতে বেশি করে। শহরে বৃক্ষরোপন হচ্ছে। গাছ দরকার। কিন্তু নগরায়নও প্রয়োজন। আর একটি কথা বলবো। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আমাদের খালি জায়গা রাখতে হবে। কিছুদিন আগে আমরা ভিয়েতনাম গিয়েছিলাম।সেখানে সৌন্দর্যায়ন হয়েছে। তার পাশাপাশি সেখানে কিন্তু খালি জমিও রাখা হয়েছে। আমাদের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই বিল্ডিং করবো। প্রয়োজনের অতিরিক্ত নির্মান দরকার নেই। তাছাড়া ভূমিকম্পের কথাও আমরা ভাবছি। মাটির অবস্থা পরীক্ষা করেই বিল্ডিং নির্মানের কাজ হচ্ছে।

ভাইয়ে ভাইয়ে সমস্যা হচ্ছিলো। তাদের পক্ষে বড় বিল্ডিং করা সম্ভব হচ্ছিলো না। সেই সময় আমি দেখলাম, এদের ফ্ল্যাট বিল্ডিং তৈরি করে দিলে আমারও কিছু রোজগার হবে, কিছু বেকারের কাজ হবে আর পাশাপাশি অনেকের পারিবারিক অশান্তির সমাধান হবে। বিল্ডিং তৈরি করে যখন ভাইদের হাতে আমি ফ্ল্যাটের চাবি তুলে দিয়েছি তখন তাদের পারিবারিক বিরোধ থেমে গিয়েছে। তারা এখন সুখে শান্তিতে রয়েছেন, এটা দেখে ভালো লাগে। বড় বড় জমি থাকলে অনেক প্ল্যানিং করে ভালোভাবে সাজিয়ে বিল্ডিং তৈরি করা যায়। কিন্তু আমাদের এই এলাকাতে অত জমি নেই। চার কাঠা, পাঁচ কাঠা জমি। ফলে সেভাবে কাজ করা যায়নি। তবুও অনেকের সমস্যার সমাধান হয়েছে। আমার বন্ধুদের বাড়ির বিরোধ কমাতে গিয়ে আমার এই বিল্ডিং নির্মানের কাজ শুরু।

আগামীতে আরও এরকম কাজ করতে চাই।আমি বেশি লাভের ব্যবস করি না। যারা আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর তাদের কম দামে যাতে ফ্ল্যাট দিতে পারি তার চেষ্টা করছি আমি। দুএকটি জমি আমি দেখছি। সেখানে সস্তায় জমি কিনেছি। এখন সেখানে ফ্ল্যাট তৈরি করে সস্তায় তা বিক্রি করবো যাতে অনগ্রসররা উপকৃত হয়। এই শিল্পের মাধ্যমে অনেকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। যারা এই শিল্পের শ্রমিক স্থায়ীভাবে তারা এখানে কাজ করছে। এই শিল্পে এখন সবুজায়ন নিয়ে বেশি করে ভাবতে হবে। নর্দমা নিকাশী নিয়ে ভাবনা দরকার। ব্যালকনিতে স্ল্যাব তৈরি করে দিচ্ছি। সেখানে ফুল গাছ সহ সবুজ ছোট ছোট গাছ রাখতে পারে তার কথা বলছি আমি।

ভিয়েতনামেও আমি ঘুরে এসেছি। ওদের ওখানে বাড়িঘর তৈরির চিন্তাভাবনা, ছোট ছোট জমির ওপর, তা দেখে এখানে প্রয়োগ করার ভাবনাতে আমরা আছি। আগামীতে যেসব প্রজেক্ট আসবে তাতে আরও সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার ভাবনা হচ্ছে। তবে আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসরদের কথা বিশেষভাবে ভাবছি আমরা।

হার্ডওয়্যারের ব্যবসা বাড়ছে

নির্মল কুমার পাল

(সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি, শিলিগুড়ি)

আমি শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক। তাছাড়া হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক। হায়দরপাড়াতে আমার হার্ডওয়্যারের দোকান আছে। আমি আশ্রয় নিয়ে যেকথা বলবো তা হলো শিলিগুড়িতে আবাসন শিল্পের প্রসারের সঙ্গে হার্ডওয়ারের ব্যবসা বাড়ছে। বহু লোকের রুটিরুজি জড়িত এই শিল্প। টাইলস, মার্বেল থেকে শুরু করে সিমেন্ট, রড সহ অন্য বহু কিছু। শিলিগুড়ির হার্ডওয়ারের দোকানে যা কেনাকাটা হয় তার একটা অংশ নিশ্চয়ই আবাসন শিল্পের সামগ্রী। প্রতিদিন এখানে আবাসন হচ্ছে। প্রতিদিনই বাড়ছে এর ব্যবসা। আগে যেসব সামগ্রী ব্যবহার হোত এখন তার ধরন বদলে গিয়েছে। এখন নতুন নতুন সব সামগ্রী আসছে। কাজেই এটাই চাইবো এই শিল্পের প্রসার ঘটুক। বেকার সমস্যার আরও সমাধান হোক। কিন্তু আরও যা বলতে চাই তা হলো সবুজায়নের দিকটি আমাদের মাথায় রাখতে হবে। সবার মাথার ওপর যেমন ছাদ চাই তেমনই পরিবেশ ভালো রাখতে হবে।

আর একাকিত্ব নয়

নবদিগন্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পরিচালনায় প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজের পছন্দমতো সময় কাটিয়ে আধুনিক পরিষেবাযুক্ত প্রবীন নাগরিকদের আবাসন

ছন্দ নীড়

আপনার সমস্যা সমাধানে বদ্ধ পরিকর

এন জে পি স্টেশন থেকে বারো কিলোমিটার দূরে গাজোলডোবা (ভোরের আলো) যাওয়ার পথে এন জে পি ও গাজলডোবার মধ্যবর্তী স্থানে আমবাড়ি ফালাকাটা রেল স্টশন সংলগ্ন জমিদারগছ এলাকায় গড়ে উঠছে ছন্দ নীড়।

নবদিগন্ত

NABADIGANTA

(A Charitable Trust)

Regd. No. : 1484/2015

MOBILE : 9434496112
9064105933/9434045913
8617586073/9064077502
E-mail : nabadigantasiliguri@gmail.com

Regd. Office
SREE PALLY, Road No. 2
Tinbatti, Siliguri-734005
Dt. Darjeeling, West Bengal

Project Office
JAMIDARGACHH
(Chakiavita), Ambari Falakata
P.O. Kamarvita, Dt. Jalpaiguri

আশ্রয়

বাপি ঘোষ

তোমরা আজকাল খুব বস্ত্র দাও--
তোমরা আজকাল খুব অন্ন বিতরন করো,
কিন্তু তোমরা কি নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দাও?!!
অন্নতো চাই, বস্ত্র-ও চাই--
কিন্তু আশ্রয়?!!!
হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ
আজও খোলা আকাশের নীচে দিন কাটায়,
কত মানুষ পড়ে আছে ফুটপাতে,
কত শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েই পড়ে থাকছে প্ল্যাটফর্মে!!
ওদের শীত নেই???
ওদের বোধহয় চামড়া মোটা, তাই না--
রোদ লাগে না।

মানুষ, হ্যাঁ, মানুষ --
যে সবুজ বনানি মানুষের বেঁচে থাকার আশ্রয়,
আশ্রয়ের খোঁজে সে সবুজে কুঠার হানছে ---
অকৃতজ্ঞ মানুষ---
বিল্ডিং, ইট পাথরের হাজার হাজার আবেগহীন
বিল্ডিং---
আজ তোমার আশ্রয়, ঠিকানা।
তুমি, তুমি সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রাণী---
তোমার নিচে, খোলা আকাশের নিচে--
ওরা আশ্রয় চায়, একটু আশ্রয় চায়।
তুমি নিষ্ঠুর হয়েছো প্রকৃতির প্রতি--
আজ, হ্যাঁ, করোনা তোমার আশ্রয়ে --
হুমম, ডেঙ্গুও তোমার আশ্রয়ে--
তোমার খাঁচা, তোমার রক্তে,
ভাইরাসের বিষ-আশ্রয়,
আজ তুমি আশ্রয় দাও--
সব বিষ আর বিষ।
বড় কষ্ট হয়, হে মানব, আসলে
তুমিই যে নিরাশ্রয়।
হে প্রকৃতি, তোমার সেরা সন্তানকে একটু
শুদ্ধতার আশ্রয় দাও!!!

করোনাশ

সৌভিক দাস

(মানিক পুর, রামকৃষ্ণ গড়, ইটালগাছা, কলকাতা--৭৯)

এই সুদূর মৃত্যু মিছিলের যাত্রাপথে,
দেবনা আমরা আর সাড়া,
ঘরেতে বসে লকডাউনকে মেনে,
করোনাকে করব এবার তাড়া।
বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-আন্দোলন-ধর্নার মঞ্চ,
শুধুই কি রাজপথে করা যায়?
একান্তই যদি তা করতে হয়,
ঘরের কোনেতে বসেও করা যায়।
এই মৃত্যুপুরীর রাক্ষসকে হত্যা করার জন্য,
আমাদের যুদ্ধের পটভূমিতে নামতে হবে,
সামাজিক দূরত্বের রঙ্গমঞ্চে অধিষ্ঠিত হয়ে,
ঠিক মেঘনাদের মতো মেঘের আড়াল থেকে।
এখন আমরা একজোটে সবাই ক্ষত্রিয়,
এখন আমরা একজোটে সবাই যোদ্ধা,
আমাদের এই যুদ্ধের সেনাপতি হলেন ,
স্বাস্থ্য কর্মীরা-পুলিশ কর্মীরা-সাফাই কর্মীরা।
এই যুদ্ধে জয়ী হতে লাগবে না আমাদের,
কবজ-ঢাল-তরোয়াল বা জ্যাকেট-গুলি-বোমা,
লাগবে শুধু পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা,
কথা বলার সময় নাক-মুখ ঢেকে রাখা।
ঘরেতে বসে যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে,
নরখাদক করোনাকে করতেই হবে বিনাশ,
তারপর আমরা সবাই আবার একজোট হয়ে,
আমাদের স্বর্গের মতো পৃথিবীতে করব বাস।

আবাসন ঃ অনগ্রসরদের জন্য ভাবনা

প্রদীপ দেবনাথ

(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার, পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি)

আমি একজন সিভিল ইঞ্জিনীয়ার এবং এল বি এস। হায়দরপাড়া, রবীন্দ্রনগর, পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী এলাকাতে আমি বেশি কাজ করি। যারা ছোট ছোট কাজ বা ব্যবসা করেন, ভাইয়ে ভাইয়ে অশান্তি রয়েছে, বড় বিল্ডিং তৈরি করতে পারছেন না, জমি কম তাদেরকে অনেক ফ্ল্যাট তৈরি করে দিয়েছি আমি। চল্লিশ পঞ্চাশটি পরিবারে আমি এমন বিল্ডিং তৈরি করেছি। ছোট ছোট জমির ভাগাভাগি নিয়ে

With Best Compliments From :

Cell : 9434431302
7001359951

SUSHAMOY BHATTACHARJEE

CONSULTANT CIVIL ENGINEER

Licensed Building Surveyor

Subhaspally
Siliguri

ভিন রাজ্যের বাসিন্দারা ফ্ল্যাট কিনছে শিলিগুড়িতে

অরুপ নন্দী
(হাকিমপাড়া-পালপাড়া, শিলিগুড়ি)

সকলকে নমস্কার। শিলিগুড়ি বিল্ডার এন্ড ডেভলপার এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা। বিগত দিনে এই সংগঠনের মাধ্যমে অনেক কাজ করেছি। সকলকে সংঘবদ্ধ করে কাজ করেছি। সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও কাজ করেছে আমাদের সংগঠন। আমি রাজ্যস্তরে ক্রিকেট খেলেছি।ক্রিকেট এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের ব্লেজারও আমার কাছে রয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রেও আমি একটি ভূমিকা পালন করেছি। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ির মাইক্রো এন্ড স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রির আমি প্রাক্তন প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। রাজ্য স্তরের সংগঠন ফ্যাক্সির আমি যুগ্ম সম্পাদক ছিলাম। সেই সূত্রে আবাসন শিল্পের ক্ষেত্রে আমি বিভিন্ন কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম। শিলিগুড়িতে বিল্ডিং নির্মানের প্রবনতা আসে ১৯৯৭-১৯৯৮ সালে। তখন হাতে গোনা কয়েকজন প্রমোটর ডেভলপার এখানে কাজ করতেন। তখন সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধতার অভাবে তারা অনেকে সমস্যার মুখোমুখি হন। সেক্ষেত্রে স্থানীয় বেকার যুবক এবং কিছু ইঞ্জিনীয়ারকে নিয়ে আমি সকলকে ঐক্যবদ্ধ করবার চেষ্টা করি। তৈরি হয় শিলিগুড়ি বিল্ডার এন্ড ডেভলপার ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন। সেই সময় যারা প্রাথমিকভাবে আমার সঙ্গে সহযোগি ছিলেন তারা হলেন গনেশ দাস, কল্পনা মজুমদার, বাবুলাল সাহা, অরুপ ঘোষচৌধুরী, সমর মুখার্জী প্রমুখ।

সেই সময় জমির মালিকরা এককভাবে অনেকেই বিল্ডিং তৈরি করতে পারছিলেন না। তখন আমাদের মাথায় এলো আমরা উদ্যোগ নিয়ে বিল্ডিং তৈরি করে দিলে তাতে অনেক সমস্যার সুরাহা হবে। আমাদেরও কিছু রোজগার হবে। আর কিছু বেকারেরও কর্মসংস্থান হবে। তার বাইরে জমির মালিকরা স্বস্তির নিঃশ্বাসফেলবেন। সেই বিল্ডিংয়ের ফ্ল্যাটে একসঙ্গে অনেক লোকের আশ্রয় দেওয়া হবে।সেই থেকে শুরু কাজ। তখন অবশ্য একটা সমস্যা আসে। পাড়াগুলোতে যখন বিল্ডিং তৈরি হচ্ছিলো তখন কিছু ক্লাব এসে টাকা দাবি করতো। টাকা না দিলে তারা বাধা তৈরি করতো। এটা ২০০২ সাল থেকে ২০১০/২০১২ সালের কথা বলছি। এখন অবশ্য তা কমে গিয়েছে। এখন আবাসন শিল্প অন্যদিকে মোড় দিয়েছে। এখন আবাসন শিল্প কর্পোরেট দিকে চলে গিয়েছে। এখন ভিন রাজ্য যেমন অসম, বিহার, সিকিম এবং উত্তরভারত থেকেও অনেকে ফ্ল্যাট কিনছেন শিলিগুড়িতে। এখন আর জমি খালি নেই। আশি শতাংশ খালি জমে ভরে গিয়েছে। স্থানীয় যারা বিল্ডিং নির্মানের কাজ শুরু করেছিলেন তারা এখন অনেকেই পিছনের দিকে চলে গিয়েছেন। এখন বাইরের বাসিন্দারা যারা এখানে এসে ফ্ল্যাট কিনছেন বা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছেন তার জেরে কি পরিণতি ভবিষ্যতে হবে তা প্রশাসনিক ভাবনার মধ্যে রাখার আবেদন জানাচ্ছি।

এই শিল্পে শিলিগুড়ি ও তার আশপাশের গ্রামগুলোর অনেকের কর্মসংস্থান হয়েছে। তবে একটি দিক তা হলো, আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে অনেক। আগে এমন ছিলো। সবুজায়ন অনেক নষ্ট হয়েছে শিলিগুড়িতে। তাই বলবো, আবাসন শিল্প অবশ্যই হোক। কিন্তু সবুজায়নকে প্রাধান্য দেওয়া হোক। আজ কিন্তু ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ছে। আগে এমন ডেঙ্গু হোত না। বিল্ডিংগুলোতে যাতে জল জমিয়ে না রাখা হয় সেদিকটি ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে।

আশ্রয়হীনতার মূল কারণ বহু জন্ম বা জন্মদূষন

সুশ্বেতা বোস
(আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি)

অন্ন ও বাসস্থানে প্রানী মাত্রেরই মৌলিক অধিকার। এ দুটোতে বাধাপ্রাপ্ত হলে যে কোনো প্রাণীই বিধ্বংসী হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। সকলেরই শান্তিতে বাস করবার অধিকার আছে বসুন্ধরার বুকে। কিন্তু জগতের সবচাইতে বুদ্ধিমান ও স্বার্থপর মানুষের দাপটে পশু-পাখি,জীব-জন্তু, গাছপালা সকলেই হারাতে বসেছে তাদের নিশ্চিন্ত আহার এবং বাসস্থানটুকুও। অবোধ জন্তু-জানোয়ার জন্মদূষনের কুফল না বুঝলেও বুদ্ধিমান মানুষেরাতো বোঝে, তা সত্বেও প্রকৃত অর্থে তা রোধ করবার প্রচেষ্টা কোথায়? ফলতঃ নতুন প্রজন্মের নতুন বাসস্থান গড়তে প্রকৃতির বুকে আঘাত হেনে বন-জঙ্গল সাফ করে গড়ে উঠছে বিশালাকার সব অট্টালিকা। হারাচ্ছে পাখির নীড়, গাছের ছায়ায় জীবজন্তুর শান্তির আবাস আর হারাচ্ছে তাদের খাদ্য। আশ্রয়হীন আজ তারাও। গাছের শিকড়বিহীন ভূমি অল্প ভূমিকম্পেও ধ্বসে যাচ্ছে, বৃক্ষহারা উত্তপ্ত ভূমি গলিয়ে দিচ্ছে বরফ পাহাড় আর জলোচ্ছাসে ভাসছে গ্রাম-শহর সব। গৃহহীন হয়ে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। বর্তমান প্রতিযোগিতার যুগে মানুষ অনেক বেশি হিংসাত্মক হয়ে উঠেছে এবং তার ফল হল বর্তমানের আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের সূচনা সংকেত। দিকে দিকে নিউক্লিয়ারের বিষাক্ত হাওয়ায় কোটি কোটি পঙ্গু মানুষের জন্ম ও বিকৃতসব লক্ষন। মানুষ আর স্বাভাবিক নেই, বেশিরভাগই বিকৃত মস্তিস্ক, নানান দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, খাদ্য-বাসস্থানহীন হয়ে পদে পদে বিভ্রান্ত। এটা কি একটা জীবন? মূলেতো সেই জন্মদূষণ! যার থেকে হিংসার জন্ম। খাদ্য বাসস্থানের অভাবে আজ নিরীহ জন্তু-জানোয়ারও মরিয়া আর বিধ্বংসী । দলে দলে তারাও চলে আসছে শহরে আর তাদের বাঁচার স্বার্থেই ধ্বংস করতে উদ্যত হচ্ছে মানুষ আর তাদের নানান কৃষ্টিকে। নিরীহ পশু-পাখির সাথেও মানুষের চলছে হিংসার লড়াই। মানুষ ভাল কোথায়? জন্তুরও অধম। যে পিতা-মাতা পেট দিয়ে, মন দিয়ে আগলে সন্তানকে জন্ম দিয়ে পুনরায় অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান করে দেন সেই পিতা-মাতাকেও বহু সন্তান বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয় নিজেদের স্বার্থ রক্ষা কল্পে? এরা কি প্রকৃত মানুষ? মানুষ নামের কলঙ্ক। মূল একটাই জন্মদূষনের বৃদ্ধি। মানুষের জন্ম প্রজন্ম যত বাড়ছে বাসস্থানের ততই অভাব হচ্ছে এবং যে যাকে পারছে তাড়িয়ে নিজের ব্যবস্থা করছে। মাথা গোঁজবার তা নদী-জঙ্গল-পাহাড়-সমুদ্র যেখানেই হোক। এর বড় একটি উদাহরন হচ্ছে পারস্য উপসাগরের বুকে নতুন গজিয়ে ওঠা মনুষ্য সৃষ্ট দ্বীপে এক জননগরী দুবাই শহর। যেখানে পৃথিবীশ্রেষ্ঠ শত শত তলার শত শত সুউচ্চ সব অট্টালিকায় লক্ষ লক্ষ মানুষের বাসস্থান। এমনকি দুর্গম পর্বত শিখরেও সুউচ্চ দালানে আজ মানুষের বাস। হারিয়েছে ভূমিকম্পের ভয়, হারিয়েছে হড়কাবানে অথবা জলোচ্ছ্বাসের ভয়। একটাই উদ্দেশ্য ভাই ভাইকে খুন করতেও উদ্যত। সবের মূলে বহু জন্ম বা জন্মদূষন। রাজনীতিগতভাবে কিছু কিছু ধর্মের সমর্থক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেও পরিকল্পিত ভাবেই এই বহু জন্ম বা জন্মদূষনের সৃষ্টি। এখানেও হিংসার খেলাই প্রধান। লক্ষনীয়ঃ -- এত যে নতুন বাসস্থান তবুও ফুটপাথবাসীর অভাব নেই। বা আরও বাড়বার আশঙ্কা রয়েছে ভবিষ্যতে। কারণ মানুষ জ্ঞানপাপী। তাই কবিগুরুর ভাষায় একটিই কথা বলা যায়, ‘ বসে আছি--রাজকাছারীর শেষ বিচারের আশায়, আমি ঃ-- ---” দেখাই যাক এ পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? যেখানে স্বার্থছায়া কাজ করে যে কোনো ধর্মের ওপরে সেখানে আর কিবা বলা যায়? --

যুগল সন্ধি

গোপা দাস
(হায়দরপাড়া, শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূরপুচ্ছ চুঁড়া
রাধার মাথায় থাকে সোনার মুকুট চূড়া।
আমার কৃষ্ণের ললাটে থাকে তিলকের দাগ
রাধার ললাটে থাকে রাঙ্গা ভরা লাজ।
আমার কৃষ্ণের কণ্ঠে দোলে পুষ্প মালার হার
রাধার কণ্ঠে দোলে সোনার বকুল হার।
আমার কৃষ্ণের যুগল-চরণে চন্দন তুলসী পত্র
রাধার চরণে থাকে শুভাসিত গন্ধ।

আমাদের আশ্রয় ?!!

(একটি কাল্পনিক গল্প)

বাপি ঘোষ

কোনো এক নভেম্বরের বিকেল। বৃষ্টি নেই। সবে বর্ষা বিদায় নিয়েছে। আকাশ পরিস্কার। হিমালয় কোলের শহর থেকে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে মেঘমুক্ত পাহাড়টাকে। সুন্দর দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে।

সভা বসেছে শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্কে। সভায় উপস্থিত একদল গোখরো সাপ, কয়েকটি ইঁদুর, সঙ্গে ব্যাঙ, গরু-ছাগল-কুকুর। গাছেদের মধ্যে উপস্থিত আম-কাঁঠাল-কুল-বেল- জাম । রয়েছে কিছু ছোট মাছও। উপস্থিত কিছু মশা-মাছি-ফড়িং-প্রজাপতি-ঝিঁ ঝিঁ পোকা -আরশোলা-টিকটিকি। পাখিদের মধ্যে বাবুই,চড়ুই, পেঁচা, কাক সহ আরও কিছু পরিযায়ী পাখি।

মানুষবিহীন সেই বৈঠকে প্রথম বক্তা গোখরোর দল। তারা বলতে শুরু করলো,‘ আমরা আগে অনেকের বাড়িতে থাকতাম। বাস্তু সাপ হিসাবে। মনসা পুজোয় আমাদের দুধ কলা দিতো মানুষেরা। আমরা সেসব খেতাম ! এখনো দেয়। কিন্তু আমাদের সেই দাপট নেই। সব পুরনো বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হচ্ছে। গর্ত বুজিয়ে দফারফা করা হচ্ছে। প্রান বাঁচাতে এদিকওদিক ছুটছি। অথচ আমরা কত উপকার করতাম মানুষগুলোকে। এখন আমাদের আশ্রয় সঙ্কট। মানুষগুলো সব ফ্ল্যাটে থাকবে বলে স্থির করছে। আমরা খাবো কি ? জলাশয় নেই। আমাদের আশ্রয় এবং খাদ্য উভয় সঙ্কট। আমরা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে দিতাম । ”

ইঁদুর আর ব্যাঙ বললো, ‘ আমাদেরও সঙ্কট’। ব্যাঙেরা বললো,“ ব্যাঙের সব বাড়িঘর মানুষগুলো তৈরি করছে ইট পাথর সিমেন্ট দিয়ে। সাপেরা আমাদের তাড়া করে খায় বটে। ভয়েই থাকি আমরা। কিন্তু এত কষ্টের পরও আমরা মানুষগুলোর কথা ভাবতাম। পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক রাখতাম। পোকামাকড় খেয়ে নিতাম। এখন খাদ্য আমাদেরও নেই। বৃষ্টিও ঠিকমতো হয় না। তারপর সব কীটনাশক। গাছ সব কেটে শেষ করে দিচ্ছে। ফলে ঘোর বর্ষায় গ্যাঙর গাঙর গান আমাদের বন্ধ হওয়ার উপক্রম। মানুষরা ঠিক করেছে ওরাই একা থাকবে !!’

ইঁদুরেরা বললো, ‘আমাদেরতো এখন বেশি করে নর্দমাগুলো নষ্ট করতে হচ্ছে। আমাদেরও আশ্রয় আর খাদ্য সঙ্কট দেখা দিয়েছে। ’

পেঁচা-বাবুই-চড়াই বলতে থাকলো, ‘ আমরাতো শহর থেকে হারিয়ে গিয়েছি। ’ পেঁচা বললো, ‘ বড় বড় গাছ আর নেই। আমরা যাই কোথায় ? ’বাবুইয়ের দুঃখ, ‘ আমরাতো আর নেই। আমাদের কিচির মিচির ছিল ঝোপঝাড়ে। নারিকেল গাছে আমরা আশ্রয়ে সুন্দর সুন্দর বাড়ি তৈরি করতাম। মানুষগুলোর থেকে আমরাও যে কোনো অংশে কম নই, তা

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ “মহাসাহিত্য”

অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড ● অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড

Endless Pain - 1st Part.

বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ “ আত্মা ও মন(গাণিতিক বিশ্লেষণ)” সংগ্রহ করুন।

অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।

দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি

লেখক : নির্মলেন্দু দাস

(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

আশ্রয়

অদিতি পি চক্রবর্তী

(চেক পোস্ট, ভক্তিনগর থানার পিছনে, সেভক রোড, শিলিগুড়ি)

বাঁচতে গেলে খাদ্য চাই
লজ্জা ঢাকতে বস্ত্র চাই,
আর চাই আশ্রয়, নিরাপদ আশ্রয়।
অলিতে গলিতে দেখি
বড়ো বড়ো বাড়ি,
রাস্তায় চলে কত হাজার গাড়ি,
মেশিনের মতো চলছে মানুষ ,
দোকান শপিং মলের ছড়াছড়ি,
শিশুরা অসহায়, নেই মাঠ খেলবে কোথায়।
রোদ ঝড় বৃষ্টি মাথার ওপর
ডেঙ্গু করোনা হলে পথের সাথী,
পায়ে পায়ে মৃত্যুর হাতছানি
হয় না যে কেউ সমব্যথী।
জীবন কেটে যায়
অবহেলায়, আমরা অসহায়
বড়ো অসহায়।

বসত বাড়ি

গণেশ বিশ্বাস

(অটো চালক, শিবমন্দির , শিলিগুড়ি)

ধ্বংস করে বনাঞ্চল জলাশয়
সঙ্কটে শস্য আবাদী নদী
বৃদ্ধি পাচ্ছে বসত বাড়ি।
শহর তলিতে অতিরিক্ত
যানবাহনের দব-দবানি
ভারী বায়ু মেঘাচ্ছন্ন নীল আকাশ।
শ্বাস কষ্টে শহরে বুড়ো বাচ্চা
শহরে প্রাচীন বৃক্ষ ছেদন হয়ে যাচ্ছে
চোখে আঙুল দিয়ে দেখালো করোনা
উন্নত শহরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা
যতই পেটাই ঢাকঢোল আমরা
বিশ্ব পরিবেশ দিবস এলে
পরবর্তীকালে আমরা করছি।
জনগনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে
প্রকল্পের নামে প্রাচীন বৃক্ষ ছেদন
চলছে প্লাস্টিক থার্মোকলের প্লাবন।

নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সম্পাদক

হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব

শিলিগুড়ি

With Best Compliments From :~

CELL : 9434308147, 9832445183

E-mail : gmishra11@yahoo.com

SAHA AND MAJUMDER

CHARTERED ACCOUNTANTS

C.A. GHANSHYAM MISHRA

F.C.A., DISA (ICAI), Grad. C.W.A

SHELCON PLAZA

C-12, 1ST FLOOR

SEVOKE ROAD

SILIGURI-01

রোটি , কাপড়া আর মকান

জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (বিশিষ্ট সমাজসেবী ও পরিবেশবিদ)

ছোটবেলা থেকে একটি কথা আমরা শুনে রোটি, কাপড়া অর মকান। সবার জন্যে ঘরে ঘরে রোটি কাপড়া হতে হবে। এখনতো প্রচুর এনজিও তৈরি হয়েছে। সোস্যাল অর্গানাইজেশন তৈরি হয়েছে। সেখানে জামাকাপড়ের অভাব নেই। আমরা ছোটবেলাতে বছরে একদিন দুর্গাপুজোতে জামাকাপড় পেতাম। বাবামার পছন্দমতো জামাকাপড় হোত। এখন কিন্তু সারা বছর জামাকাপড় চলে। অনেক বাড়িতে এমন আছে বিয়েবাড়িতে একটা জামাকাপড় পড়ে গেলে পরের অনুষ্ঠানে সেটা আর পড়ে না। এখনকার ছেলেমেয়েদের কথা হলো, একটা জামাকাপড় পড়ে থাকলে লোকে বলবে তোর কি আর জামাকাপড় নেই? একটাই পড়ে থাকিস! কিন্তু আমাদের সময় এমন ছিলো না। সমাজ অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। জামাকাপড়গুলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুঃস্থ মানুষদের কাজে লাগে। বস্ত্র ব্যাঙ্ক হয়েছে। জামাকাপড়ের অনেক ব্যাঙ্কও হয়েছে। সেখানে ভালো ভালো জামাকাপড় হয়েছে। একটা দিকে বলা যায় সুরাহা হয়েছে। খাবারের ক্ষেত্রেও। করোনার সময় কারও খাবারের অভাব হয়নি। ত্রান সামগ্রী মানুষ প্রচুর দিয়েছে। রেশনও রয়েছে। এখন বলতে হয় বাসস্থান। নগরায়নের জেরে নদীর চর থেকে রেলের স্থান বা পি ডব্লু ডি স্থান সব দখল হয়ে গিয়েছে। কোনো স্থান ফাঁকা নেই। যেখানেই যে পারে এক টুকরো জায়গা দখল করে নিচ্ছে। বাসস্থানের অভাব এখানে হয়নি।

কাওয়াখালিতে অনেক জমি বিক্রি হয়েছে। সেখানে স্বল্প মুল্যে ফ্ল্যাট বিক্রি করার কথা। সরকার অনেক জমি অধিগ্রহন করেছে। সেই সব স্থানে গরিব মানুষের আশ্রয়ের সঠিক ব্যবস্থা হলে ভালো হয়। রেল , পি ডব্লু ডি সকলকেই বিষয়টি নিয়ে ভাবা উচিত। নগরায়নের জেরে একটা সমস্যা কিন্তু আসবেই। এমন দিন আসবে অনেক মানুষ হয়তো ফুটপাথে থাকবেন। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এই দিকটি দেখা দরকার এখন থেকেই। আজ নগরায়নের সঙ্গে সঙ্গে ডেঙ্গুর আবির্ভাব ঘটছে বিরাটভাবে। জল জমে থাকছে অনেক ফ্ল্যাট বা নর্দমায়। বাসস্থান নির্মানের সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভালভাবে দেখতে হবে। নর্দমার মধ্যে আমরা সব আবর্জনা ফেলে দিচ্ছি। এর পরিণতি কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে।

CELL : 9434106759
7001799028

Binayak Basu

Consulting Civil Engineer
(Authorised Engineer under S.M.C. & S.J.D.A. Jurisdiction)
Planner, Designer, Estimator, Construction Supervisor

D.B.C. Road (Near Indoor Stadium)
Deshbandhu Para, Siliguri-734004

বুঝিয়ে দিতাম আমাদের আশ্রয় দেখিয়ে। কিন্তু হায়, আজ সব ইতিহাস! চড়াই কিচিরমিচির করে বলতে থাকলো , ‘কংক্রীটের ফ্ল্যাটের কার্নিশে কোথাও কোথাও টিঁকে থাকার চেষ্টা করছি। কিন্তু মানুষগুলো নিষ্ঠুর। আমাদের বাসা ভেঙে দেয় বারবার। কোথায় যাই?’ অন্য পরিযায়ী পাখিরা বললো, ‘ আমরাও মানুষগুলোর উপকার করতাম। এক দেশ থেকে আরেক দেশে। কি সুন্দর সুন্দর গাছ সব ছিলো। গাছগুলো আমাদের আশ্রয় ছিলো। কত ফল খেতাম। কি সুন্দর প্রকৃতির বৈচিত্র্য! সেটা আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। আমাদের আশ্রয় ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। বুঝবে মানুষগুলো, শেষের

সেদিন ভয়ঙ্কর!”

কুকুরগুলো বলতে থাকলো, ‘ আমরাতো রাস্তায় থাকি। মানুষগুলো আজকাল আর আমাদের তাদের বাড়িতে থাকতে দেয় না। খাবারও দেয় না। মানুষগুলো আজকাল বেশি আধুনিক। সব বিদেশি কুকুর নিয়ে আসছে। ওদের আদর করছে। আমাদের আশ্রয় খোলা আকাশের নিচে। আর খাবার খুঁজতে হয় ডাস্টবিনে। ” গরুরা বললো, ‘ শহরেতো সব কংক্রীটের জঙ্গল। ঘাস কোথায়? শহরে আর রাখালও নেই যে আমাদের মাঠে নিয়ে যায়। শহরের গৃহস্থরা আমাদের রাখতে চায় না আর। অথচ আমরা দুধ দিয়ে এমনকি মৃত্যুর পরও মানুষের উপকারে আসি। সেই প্রাচীন সভ্যতায় আমাদের কি গুরুত্ব ছিলো। বছরের পর বছর ধরে আমরা মানুষের সব

শিশুগুলোকে পুষ্টি দিয়ে আসছি। এখন নাকি মানুষগুলো সব কৃত্রিম দুধ তৈরি করেছে!!’

সভার সভাপতিত্বে ছিলো মশার দল। তারা বললো, ‘হুমম বুঝতে পারছি। মানুষ ভাবছে ওরাই বাঁচবে। আমরা সবাই দুঃখে আছি। তাই সব প্রাণীর স্বার্থে আমরা স্থির করেছি মানুষগুলোকে আর ফ্ল্যাটে থাকতো দেবো না। ওদের ফ্ল্যাটে যে ফুলের টব, ট্যাঙ্কের জলে আমাদের এডিস মশা জন্ম নিচ্ছে। সেখান থেকে ডেঙ্গু আমরা ছড়িয়ে দিচ্ছি। মানুষ আমাদের কামড়ে মরছেও। দেখে নিচ্ছি দাঁড়ান, কেউ চিন্তা করবেন না। আমাদেরও সঙ্গে করোনা ভাইরাসও কিছুদিন আগে দাপট দেখিয়েছে। মানুষের শরীরে বাসা বেঁধে অনেক ধ্বংস লীলা চালিয়েছে। আমাদের ডেঙ্গু এখন মানুষের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে। আমরা চাইছি মানুষগুলোকে কামড়ে রক্ত খেয়ে ফ্ল্যাট খালি করতে। তারপর মাছিও আমাদের সঙ্গী। চিন্তা কেউ করবেন না, সবাই আমরা রোগ ছড়িয়ে মানুষগুলোকে শায়েস্তা করবো। আশ্রয় আমাদের সব

ফ্ল্যাটে, আশ্রয় আমাদের সব পরিস্কার জলে। ”

আম-কাঁঠাল-জাম-কুল আর বেল গাছ বললো, ‘‘সভা শেষ করার আগে আমরা বলতে চাই আমরা আর শহরে নেই। মানুষগুলো বুঝুক ওদের বাচ্চারা আর যখনতখন খেলার ছলে আমকাঁঠাল পেড়ে খেতে পারছে না। মানুষের শিশুগুলো হয়ে উঠছে এককেটি জড়ভরত! বুদ্ধিও লোপ পাচ্ছে। অতিরিক্ত ভোগ আর আরামপ্রিয়তা ওদের গ্রাস করছে। ডায়াবেটিস ঘরে ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। চিন্তা করবেন না, করোনা ওদের বুঝিয়ে দিয়েছে আমাদের অক্সিজেন মানুষের জন্য কত জরুরি। মানুষগুলো আসলে মূর্খ। সামনে ওদের ধ্বংস আসছে। আমাদের ছাড়া ওরা বাঁচবে না। ওদের আসলে বেইমানি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের প্রকৃতির কোলে ওদের আশ্রয় নিতেই হবে যেমন ছিল আগের গুহা মানব। ”এরপর মশারা বললো, ‘‘তবে এবারে সভা শেষ ২০২২ সালের। শীত শুরু। আমরা আর এ বছর দাপট দেখাতে পারছি না। আগামী বছর আবার দেখা হবে। মানুষগুলোকে কামড়ে ঘিঞ্জি শহরে আমাদের ডেঙ্গু আর ডেঙ্গু নৃত্য করবো কেমন। এখন রাত হয়েছে। আজ এখানেই শেষ। ’ ঝিঁ ঝিঁ পোকা বললো, ‘ সন্ধ্যে হলে আর শহরে আমাদের জানান দিতে হয়েছে সন্ধ্যে হয়েছে। ’ আরশোলা বললো,‘ আমরা ফ্ল্যাটগুলোতে মরে শহিদ হচ্ছি বটে!! কিন্তু আমরা আছি। মানুষগুলোকে জ্বালাচ্ছি। আমাদের বংশ মানুষ ধ্বংস করতে করতে বিরক্ত। তবু আমরা আছি। ’ টিকটিকি বললো, ‘আমরাও আছি। আরশোলা ধরে খেতে পারি। ঠিক ঠিক ঠিক, রাত হয়েছে ।’

আশ্রয় মানে শান্তি

সজল কুমার গুহ
(সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি,
শিলিগুড়ি শাখা)

আশ্রয় শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে মূলত এসেছে। যার অর্থ ভিত্তি, উৎস, সহায়তা, সুরক্ষা ইত্যাদি। এর সঙ্গে নিরাপদ, ভরসা, নিশ্চিত ভাবে বসবাস বোঝায়। আশ্রয় বলতে সাধারণত বোঝায় বাড়ি ঘর ইত্যাদি যেখানে মানুষ ভয় মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে সবরকম বাধাবিপত্তি উতরে। মানুষের বাঁচা ও বাড়ার জন্য প্রয়োজন আহার, বস্ত্র ও থাকার একটি সুনিশ্চিত জায়গা। গৃহ, ঘর, বাড়ি মানে মাথা গোঁজার জায়গা যেখানে সাধারণত কোনো রকমের সমস্যা নেই, সেখানে আছে শান্তি, আছে আনন্দ, সুখ ভরসা। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।" তিনি আরও বলেছেন, "ঘরেই তোমার আনাগোনা, পথে কিআর তোমায় খুঁজি।"

সাহিত্যিক অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য একটা জায়গায় বলেছেন, " সারা জীবনই ঘর চাই ঘর চাই ঘরকে হারাই। আর হারাতে হারাতেই একদিন স্বঘরে নিজের ঘরের সন্ধান পাই।"

আজকাল প্রায়ই দেখা যায় বিভিন্ন সংস্থা সংগঠন গরিব অসহায়দের বস্ত্র ও আহারের ব্যবস্থা করে থাকে এখানে ওখানে। কিন্তু সেই অর্থে কমদামে আশ্রয় মানে বাড়ি ঘরের ব্যবস্থা হয় না। যদিও ভারত সরকার তথা রাজ্য সরকারের তরফে কখনোসখনো সামান্য অনুদানে বাড়ির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বচ্ছতা থাকে না।এসব ক্ষেত্রে যা সত্যিই কষ্টের। তবে এটাও ঠিক আশ্রয় মানে শুধু বাড়ি ঘর নয় সবসময়, আশ্রয় বলতে ঈশ্বরকেও বোঝায় আর এই আশ্রয় হচ্ছে পবিত্র নির্মল। অনেক সময় দেখা যায় মানুষের সবকিছু থাকা সত্ত্বেও মনের শান্তি নেই তখন সেই মানুষ ঈশ্বর, গুরু প্রভু যাই বলি তার সন্ধান করে মানে প্রকৃত আশ্রয় খোঁজে। ব্যাপক অর্থে আশ্রয় বলতে আরো অনেক কিছু বোঝায় যেমন বৃদ্ধ বয়সে সন্তান বা সেই ধরনের কেউ আশ্রয় হয়ে ওঠে। আশ্রয় হয়ে ওঠে ভরসা নিরাপত্তা পবিত্রতা ইত্যাদি মনের শান্তি, মনোবল এক ধরনের আশ্রয়।

(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি শিবমন্দিরে)

পরিবেশ বজায় রেখে হোক আবাসন শিল্প

বিশ্বজিৎ দাস
(কর্মকর্তা, ফোসিন)

আবাসন শিল্প বেশ বাড়ছে শিলিগুড়িতে। এটা হওয়ারই ছিলো। কেননা শিলিগুড়িতে বড় বাড়ির সেই সুবিধা ছিলো না। বহু আশ্রয়হীন মানুষ রয়েছেন। তাদের একটা আশ্রয় হচ্ছে। শুধু আশ্রয় যে হচ্ছে তাই নয়, বড় একটা ব্যবসাও হচ্ছে। হার্ডওয়্যার- ইলেকট্রিক সামগ্রীর ব্যাপক ব্যবসা হচ্ছে। বহু মানুষ যাদের জমি আছে অথচ বাড়ি করার সামর্থ্য ছিলো না, তারা এর মধ্যে যুক্ত হচ্ছেন। বহু মানুষ যাদের জমি কিনে বাড়ি করার ক্ষমতা নেই তারাও এই আবাসন শিল্পের জন্য ভালো একটা আশ্রয় পাচ্ছেন। এটা খুব জরুরি, শিলিগুড়ির জন্য তা নিশ্চয়ই ভালো। তবে নিশ্চয়ই পরিবেশ দেখে তার যা নিয়মনীতি রয়েছে সেসব দেখে হওয়া উচিত। যেমন গাছরোপন,জল সংরক্ষন সেসব সিভিক বোর্ডের দেখা উচিত। শহরের পাশে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট রয়েছে।সেই ফরেস্ট দেখেই সব কাজ করা উচিত। বনকে ধ্বংস হতে দেওয়া উচিত নয়। ভূমিকম্পের বিষয়টি দেখেই পুরসভা বা ইঞ্জিনীয়াররা নিশ্চয়ই কাজ করছেন। সেই অনুযায়ীই প্ল্যান পাশ হচ্ছে নিশ্চয়ই। আগে খুব ভূমিকম্প হোত। মাঝখানে তেমন ভূমিকম্প ছিলো না। আবার ভূমিকম্প হচ্ছে মাঝেমধ্যে। দুটি জিনিস ফেরত এসেছে। এক ভূমিকম্প, আরেকটি বাজ পড়ার ঘটনা। ভূমিকম্প হয়ে নতুন বিল্ডিং ভেঙে গেছে তেমন নজির নেই। এক্ষেত্রে স্থানীয় সিভিক বডি বা এস জে ডি এর নিশ্চয়ই কৃতিত্ব রয়েছে। এর সঙ্গে বিরাট কর্মসংস্থান যুক্ত। সাহুডাঙির কাছে সকালবেলা গেলে দেখবেন বহু শ্রমিক সাইকেল নিয়ে শহরমুখো হচ্ছে কাজের সন্ধানে। রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালানো যায় না।

আবাসনের জন্য রাজ্য সরকার , কেন্দ্র সরকার বিশেষ কিছু উদ্যোগ গ্রহন করেছে। ট্যাক্স কমানো হয়েছে, রেজিস্ট্রেশন ফি কমানো হয়েছে। আমরাতো ফোসিন থেকে ট্যাক্স কমানোর কথা বলেছিলাম। সেটা কমেছে। এটাইতো বিরাট। মহিলারা যদি বাড়ি কেনেন তারা একটা সাবসিডি পান। আগের মতো কাঠের মতো বাড়ি না থাকলেও কিছু কাঠের বাড়ি আছে শহরে।

আবাসনের সঙ্গে সবুজ চাই

বিনায়ক বোস
(সভাপতি,শিলিগুড়ি ইঞ্জিনীয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্টস এসোসিয়েশন)

বাসস্থানতো অবশ্যই জরুরি। শিলিগুড়ি যেভাবে এগোচ্ছে এবং মানুষের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে প্রতি জমিতে একটি পরিবার থাকার অবস্থা নেই। যার ফলে এখন নতুন নতুন ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে। এতে একটি প্লটের মধ্যে অনেকগুলো পরিবার থাকতে পারছে। বাসস্থানের চাহিদার কারনেই এভাবে ফ্ল্যাটগুলো তৈরি হচ্ছে। প্রতি পাড়াতেই ফ্ল্যাট হয়েছে এবং হচ্ছে। এক্ষেত্রে সবুজায়ন নিয়ে বেশি করে বলবো। আগে শিলিগুড়ি শহরে যেরকম সবুজ ছিলো এখন তা নেই। ফ্ল্যাট চাই কিন্তু সবুজও চাই। বিল্ডিং প্ল্যানের নিয়মেও সবুজায়নের কথা বলা হচ্ছে। মানুষকেও বুঝতে হবে সবুজের প্রয়োজনীয়তা। অনেক গাছ কাটা হচ্ছে, বৃক্ষরোপনও হচ্ছে। কিন্তু যত গাছ কাটা হচ্ছে তত গাছ রোপন করা হচ্ছে না। গাছের কোনো বিকল্প নেই। নগরায়নের খারাপ দিক এটাই। এখন বেশি করে গাছ লাগানোর দিকে নজর দিতে হবে। আগে অবশ্য যেমন দরজা জানালা তৈরিতে কাঠ ব্যবহার হোত। এখন তা অনেকটাই কমেছে। আগামীতে আর সবুজ দেখা না গেলে আমাদের বিরাট ক্ষতি হবে। অক্সিজেন না থাকলে আমরা বাঁচবো কি করে?

শিলিগুড়িতেই আমার জন্ম। ছোটবেলার শহর আর আজকের শহর অনেক ফারাক। ত্রিশ বছর ধরে আমার এই নির্মানের ইঞ্জিনীয়ারিং কাজ শুরু। আগে সিঙ্গেল ওনার্সশিপে ফ্ল্যাট হোত। এখন একটু বড় প্লটগুলোতে অনেকগুলো ফ্ল্যাট হচ্ছে। মূল শহরেতো এখন জায়গাই নেই। শহরের বাইরে এখন আবাসন শিল্পের ক্রমশ প্রসার ঘটছে। সেভক রোডে আগে অনেক গাছ দেখতাম। এখন দেখি না। এখন আমরা সবুজ খুঁজতে সেভকের দিকে যাচ্ছি। ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে আগে জঙ্গল ছিলো। এখন তা নেই।

আবাসন শিল্প শিলিগুড়িতে খুবই বেড়ে চলেছে। বিনিয়োগ একেকস্থানে একেকরকম হয়। কোথাও ছোট ছোট ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে, কোথাও বড় ফ্ল্যাট হচ্ছে। আর যেকোনো নির্মানের আগে আমাদের সয়েল টেস্ট করাতে হচ্ছে। মাথায় রাখতে হয় ভূমিকম্পের কথা। আগে বেশিরভাগই সাধারন সিমেন্ট ফ্লোর হোত। এখন প্রতিটি ফ্ল্যাটেই মার্বেল বা টাইলস ব্যবহার হচ্ছে। মানুষের চাহিদা উর্ধ্বমুখী। আগে টয়লেট বা কিচেনে মার্বেল বা টাইলস ব্যবহার হোত। এখন তা হচ্ছে না। এখন মার্বেল বা টাইলসের ব্যবহার বেড়েছে।

ভূমিকম্পের বিষয়টি এখন বেশ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে ভূমিকম্পের বিষয়ে। আগে নির্মানের সময় আমরা আমাদের সুপারভিশন চাইলে বলে দেওয়া হোত, মিস্ত্রি ঠিক করে নিতে হবে। ইঞ্জিনীয়ারদের গুরুত্ব দেওয়া হোত না। এখন তা হয় না। এখন ইঞ্জিনীয়ারদের সুপারভিশন রিপোর্ট ছাড়া বিল্ডিং নির্মানের কাজ শুরুই হোত না। আগে অনেক বেআইনি নির্মান হোত। এখন তা হচ্ছে না। সয়েল টেস্ট রিপোর্টের ওপর এখন বিল্ডিং স্ট্রাকচার শুরু হয়। এখন কাজ করার ক্ষেত্রে ইঞ্জিনীয়ারদের চাহিদা বেড়েছে। নির্মানটা ঠিক হচ্ছে কিনা , কোনও খুঁত হচ্ছে কিনা তার জন্য ডাক পড়ছে ইঞ্জিনীয়ারদের। আর একটি কথা, আবাসন শিল্পের জেরে এখন জমির দাম ভয়ানক বেড়েছে শিলিগুড়িতে। জলপাইগুড়িতে কিন্তু জমির দাম শিলিগুড়ির দামের অর্ধেক।

এই আবাসন শিল্পের সঙ্গে কর্মসংস্থানের প্রশ্ন বিরাট । করোনার সময় বেশ বিপাকে পড়েন আবাসন শিল্পের শ্রমিকরা। তারা ঘরে বসে পড়েন। করোনা চলে যাওয়ার পর এখন তারা আবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন।

নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি

ফ্রি নার্সিং কোর্স করে দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রীরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হও

শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নতুন নার্সিং ট্রেনিং কলেজ ‘তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউট’ সামাজিক কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে এবং আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পডা মেধাবী ছাত্রীদের প্রশিক্ষিত নার্সিং প্রফেশনাল তৈরির উদ্দেশ্যে ‘তরাই নার্সিং ইনস্টিটিউট’ সহযোগী প্যারেন্ট হসপিটাল হলি প্যালেস ক্রিশ্চান হসপিটাল তাদের 101 Bed Nursing Home এ হাতেকলমে প্রশিক্ষন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ‘তরাই নার্সিং ইনস্টিটিউট’ G.N.M. & B.Sc. Nursing Course এর প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী ভর্তি শুরু করেছে। ভর্তি W.B.N.C & INC Guideline অনুযায়ী হবে। প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে,নার্সিং প্রোফেশনালদের তত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষিত নার্স হবার জন্য সকল প্রকার সুযোগ আমাদের তরাই নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রদান করবে। Affiliated Government Hospital -- Siliguri District Hospital, Islampur Super Speciality Hospital , Naxal Bari Rural Hospital. সকল Corporate House , NGO ,Tea Garden Authority এবং Local Civic Authority -কে আবেদন করা হচ্ছে, যে কোনও আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মেধাবী ছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে, তারা যেন সেইসব ছাত্রীদের তরাই নার্সিং ইনস্টিটিউটে ভর্তির সুযোগ করে দিতে পারেন। Website : www.terainursing.com, Email-tmisiliguri@gmail.com,Phone - 7908195001(W) N.B. : Total intake 120 এর মধ্যে 20 seats Free Society এর Scholarship Program অধীন।

অজানা আশ্রয়ীদের ভিনগ্রহী বলা হয়

নির্মলেন্দু দাস

(কবি ও বিজ্ঞানী, হায়দরপাড়া, শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

মহাবিশ্ব একটা বিশেষ স্থানে অবস্থিত। ওর আশ্রয় কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত -- একথা আজকের বিজ্ঞানীদের পক্ষে বলা সম্ভব নয় এবং কোনদিন বলা সম্ভব হবে না। একটা ধারণা করা যেতে পারে তা সে অঙ্কের সাহায্যে বা শক্তিশালী টেলিস্কোপের মাধ্যমে। কত হাজার ছায়াপথ ,জীবিত বা মৃত নক্ষত্র, গ্রহ, উল্কা সমূহ ইত্যাদি রয়েছে তার সঠিক হিসাব জানা সম্ভব নয়। জীবিত নক্ষত্ররা কোন কোন ছায়াপথের আশ্রয়ে থাকে। মৃত নক্ষত্ররা শ্বেত বামুনের রুপ ধরে মনে হয় কোথাও তপস্যায় কালাতিপাত করে চলছে কিংবা মহারোশে কৃষ্ণ গহ্বর বা ব্ল্যাক হোলে পরিবর্তিত হয়ে কাছে থাকা সবাইকে রাক্ষসের মত গ্রাস করছে আদিম ক্ষুধা পেটে নিয়ে। এই ব্ল্যাক হোলও কিন্তু কোন না কোন ছায়াপথের ধারে থেকে এমন অঘটন ঘটিয়ে যাচ্ছে বা নতুন কোন নক্ষত্রের সৃষ্টিতে মগ্ন থাকছে। এর জন্য ওর বিশেষ পরিবেশের প্রয়োজন। আবার বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী শ্বেত গহ্বর বা হোয়াইট হোল যা ব্ল্যাক হোলের বিপরীত চরিত্র বহন করে-- এরা সবাই মহবিশ্বের আশ্রয়ে থেকে যে যার মত কাজ করে যাচ্ছে। কাজ করে যাচ্ছে নক্ষত্র নিঃসৃত আলো ওর অপূর্ব রামধনু রং ছড়িয়ে। বিশ্ব মোহিত হচ্ছে, দিগবলয় উচ্ছাসিত। নব দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে মহাবিশ্বে শুধু একটু আশ্রয় পাবার জন্য। এমন প্রাণবন্ত পরিবেশ রচনা হলেই জন্ম হয় প্রাণের। কত কোটি গ্রহ রয়েছে এই ভূমন্ডলে তা বলা না গেলেও আমাদের সৌর মন্ডলের গ্রহগুলোর মধ্যে পৃথিবীতে রয়েছে সবার অবাধ বিচরণ। প্রতিটি জীবের রয়েছে রয়েছে নিজ নিজ চিন্তভাবনা। সেই ভাবনা থেকে উঠে আসছে অন্ন এবং আশ্রয়ের মতো জরুরি অবস্থাকে গ্রহণ করবার।

একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রে বস্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে লজ্জা নিবারণের জন্য। দেহকে কাপড়ের আশ্রয়ে আশ্রিত করে অদেখা অংশকে আকর্ষিত করে রাখা হয়েছে। বিবাদের পর বিবাদ বাধছে, আশ্রয় ভাঙ্গছে অনেকের। বাকিরা সংসার করছে অদেখা অংশকে নিজ আশ্রয়ে গচ্ছিত রেখে। অন্যান্য জীবের ক্ষেত্রে এসবের প্রয়োজন নেই। ওরা যে যার মত বংশ বিস্তার করে যাচ্ছে আশ্রয়ের কথা না ভেবে। আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় নিজেদের রক্ষা করবার জন্য, জীবেরা সময় মত পরিবেশ বিশেষে যে যার মত আশ্রয় নেয়, এগুলো স্বাভাবিক এবং সত্য। মানুষের ক্ষেত্রে তো আশ্রয় এক বিলাসিতার সৌধ। যাদের অর্থের অভাব দিন আনতে পান্তা ফুরায়, তারাও পাতা কিম্বা খড় দিয়ে ঘর নির্মান করে। যাদের এও জোটে না, তারা বাস স্ট্যান্ড বা রেল স্টেশনে বা ফুটপাথে উন্মুক্ত আকাশের নীচে রাত কাটায়। এদের আশ্রয়ের কোন ঠিক নেই। এদেরকে ভবঘুরে আশ্রয়ী বলা যেতে পারে। যাদের অর্থের কোন হিসাব নেই, তারা কিভাবে কত তালা অট্টালিকা তৈরি করবে, চোখ ধাঁধানো সৌধ নির্মান করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। এমন গৃহ আছে যা এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নিয়ে যাওয়া যায়। এই গৃহকে বড়লোকী ভবঘুরে আশ্রয় বলা যেতে পারে। মানুষের ইচ্ছার কি আর শেষ আছে? বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে উন্নত হয়েছে মহাকাশ গবেষণা। বিজ্ঞানীগণ সৌর জগতে জলের সন্ধান পেলে মানুষের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবে বলে ঠিক করেছেন। চাঁদে মানুষ পৌঁচিয়েছে, কিন্তু ওখানে এখনো জলের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

তবুও কেউ কেউ ওখানে জমি কিনে রেখেছেন। চাঁদে পৃথিবীর ১/৬ th Gravitational force -এর মধ্যে আশ্রয় কদিনের জন্য সুরক্ষিত হবে তা বলা কঠিন। চেষ্টা চলছে মঙ্গলে, সৌর জগতের অন্য গ্রহগুলোতে। আসলে তুমি না রইলে আমি থাকবো কেমন করে? পৃথিবীতে যত প্রাণী, জীব, মানুষ রয়েছে সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবার প্রতি ভরসা রেখে যে যার মত কর্ম করে যাচ্ছে। শুধু দু চার জন কৃত্রিম উপগ্রহে উড়ে গিয়ে চাঁদে নিরালায় বসতি স্থাপন করলে তাকে বসতি বলা যাবে না। কারণ , চারিদিকে ধু ধু আলো বা অন্ধকার নিয়ে বসবাস করা অলিক কল্পনা। আশ্রয়ের জন্য চাই এমন পরিবেশ যেখানে জীবের আশা আকাঙ্খার কিছু রসদ থাকবে, থাকবে সুহৃদ সম্পর্ক, থাকবে মানুষের মত উন্নত ভাবনার জীব। বর্তমানে খোঁজ চলছে এলিয়নদের। এরা নাকি অন্য গ্রহের জীব। কোন গ্রহের, কোথায় থাকে, তা কেউ জানে না। কিন্তু কোন কোন পাইলট কখনো কখনো প্লেন চালাতে গিয়ে ওদের দেখেছে অতি উচ্চ বায়ু মন্ডলের স্তরে উড়ে যেতে। এই অবস্থাকে U.F.O îy Un Identified Object এবং অজানা আশ্রয়ীদের ভিনগ্রহী বলা হয়।

পিঁয়াজ, লঙ্কা, পান্তা ভাত- সে বড় সাচ্চা

মুকুল দাস
(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

গ্রাম থেকে শহরে দেখতে এলো এক নারী ,
চারদিকে গাড়ি সারি সারি।
শহরে দেখে আকাশচুম্বি বাড়ি।
তাই দেখে মেয়ের মাথায় পড়লো হাত
মনের সাথে লাগলো সংঘাত।
দাঁড়ানোর নাই জায়গা---
লোক দেখলে বলি আমি কাজের লাগি ঘুরি,
কোথায় সেই বাড়ি?
একজন এগিয়ে এসে বলে-- চলো আমার বাড়ি,
থাকবে খুশি মনে,
মাস গেলে টাকা নিবে গুনে।
---ওর ঘরে আছে তারে বাঁধা বাক্সগাড়ি,
হুশ করে উঠলাম উপরে, পৌছালাম তার বাড়ি।
গিন্নি বলে---
আমার বাড়ি কাজ করতে হলে ----
রান্না করা, ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করা,
কাপড় কাঁচা, বাসন মাজা,
সব কাজ করতে যদি হও রাজি
কাজ পাবে আজই।
সাত দিন কাজ করে মেয়ের কোমড় গেলে বেঁকে --
আর থাকা নয়, পালাই এই ফাঁকে।
আমার বাড়ি পাতার ছাউনি, মাটির ঘর,
ছায়া ঘেরা আমার গায়ের পথ।
যে দিকে তাকাই সবুজ সোনা ধান,
আম, কাঁঠাল, লিচু, নদীর জলে মাছ।
আমার দরকার নেই শহরের কাজ,
পিঁয়াজ,লঙ্কা, পান্তা , নুন ভাত সেও আচ্ছা,
আমি থাকবো গাঁয়ে বড় সাচ্চা।

আশ্রয়

কবিতা বনিক (মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

জন্মের পর জীবজন্তু, মানুষের নিরাপদ আশ্রয় মায়ের কোল। পৃথিবীকে আমরা মা বলে মানি, পুজোও করি। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর মাটিতেই মানুষ তার নিরাপদ আশ্রয় তৈরি করেছে মাটিতে, গাছপালায় নানান ভাবে। পৃথিবীতে জলের ভাগ অনেক বেশি। সেখানেও অনেক জলজ গাছ, প্রাণী বাস করে। যুগে যুগে সবারই নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়েছিল প্রকৃতির রোষ ও খাদ্য খাদকের হাত থেকে বাঁচার জন্যে। এখন সর্বগ্রাসী হয়েছে মানুষের অর্থলোভ। যুগের পরিবর্তন ও মানুষের উন্নতির সোপান উঠে যাচ্ছে নিঃসীম আকাশে। অনন্তে্র উদ্দেশ্যে সিঁড়ি বাইছে লোভ, হিংসে, স্বার্থপরতা। মানুষ মানুষের জন্য প্রচুর আশ্রয়স্থল তৈরি করছে।আলো নেই , বাতাস নেই শুধু লোভ, টাকা আর হিংসের ছড়াছড়ি।যেন সব সেলুলার জেল। ফলে প্রতিটি নীড় যেন অভিশপ্ত। তাইতো চলেছে সর্বত্র ঘর ভাঙার খেলা, নানান কুকীর্তির বাসা। যারা সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে স্বপ্নের ভালবাসার নীড় পছন্দ করেছেন তাদের সেই স্বপ্নও দেখা যাচ্ছে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে। ভালবাসাহীন ফ্ল্যাটবাড়িগুলো যেন সব অভিশপ্ত।অভিশাপ কুড়িয়েই যেন তৈরি হচ্ছে ফ্ল্যাট বাড়ি। বনজঙ্গল কাটছে, জলাশয় বুজিয়ে দিচ্ছে, জোর করে ছিনিয়ে নিচ্ছেজমি। আরও কতভাবে পায়রার খোপের ঘর তৈরি করছে মানুষের জন্য। এতে অভাব মিটছে না, সমস্যাও বাড়ছে। যে জমিতে পাঁচজন মানুষ বাস করতো সেখানে কোথাও দুইশত, চারশত, পাঁচ শত মানুষ বাস করতে আরম্ভ করল। ফলে জল, হাওয়া বাতাস, অক্সিজেন (গাছপালা নেই) সবকিছুর ঘাটতি হতে আরম্ভ হল। এত ফ্ল্যাট বাড়ির জন্য নদীর বালু পাথর তুলতে হচ্ছে এত, যে নদীর গতিপথের মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছে। ফলস্বরুপ দেখলাম মাল নদীর ভয়াবহতা। কোন মানুষের সাধ্য নেই সেই সব স্বজনহারাদের ক্ষতিপূরন করে। কত বন জঙ্গল কাটা পড়ে।তাতে কত পাখি,কীটপতঙ্গের হত্যা হয়, নিরাশ্রয় হয়। গাছেদেরও প্রাণ হত্যা হয়,জলাশয় বুজিয়ে দেওয়া হয় এত সব অভিশাপ মাথায় নিয়ে আলোহীন, গুমোটপরিবেশে ফ্ল্যাটগুলো দাঁড়িয়ে আছে।ফ্ল্যাট থেকে আকাশ দেখতে পাওয়া যেন সৌভাগ্যের ব্যাপার।পাশাপাশি নানান অন্যায়ের ফলস্বরুপ রাস্তায়, নর্দমায় পড়ে থাকছে শিশু, বৃদ্ধবৃদ্ধারা। নিরাশ্রয় হনতারা বৃদ্ধ বয়সে এসে। মানুষ গড্ডালিকায় ভেসে চলেছে সব মেরুদন্ডহীনের মতো টাকার সমুদ্রে। আজও বেশ কিছু মানুষ অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন কিন্তু সবাই যে কোন না কোনোভাবে অসহায়।করোনার মতো ভয়াবহ যন্ত্রণাও লোভ , হিংসা, লালসার থেকে বাঁচার উপায় দিতে পারল না।পরিণতি কি হবে ভবিষ্যত বলবে।

আবাসনে কর্মসংস্থানে

মৃনাল পাল (মনা)

আবাসন মানে আশ্রয়। এখন শিলিগুড়ির একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। শহরকে নতুন ভাবে তৈরি করা হচ্ছে। প্রতিদিনই এদিক ওদিকে নতুন নতুন বিল্ডিং তৈরির কাজ শুরু হচ্ছে। এই শিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন জন আলোচনা করছেন। আমি বেশি করে বলবো, কর্মসংস্থান নিয়ে। শিলিগুড়ি ও তার আশপাশে প্রচুর বেকার ছেলেমেয়ের কর্মসংস্থান হচ্ছে এই শিল্পের মাধ্যমে। আমিও যুক্ত আবাসন শিল্পের সঙ্গে। আমাদের সচিত্র আয়রন রয়েছে। বিভিন্ন বিল্ডিং নির্মানের জন্য লোহার রড ইত্যাদি প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আমাদেরও অংশগ্রহন রয়েছে। এমনিতেই এখন চাকরির বাজার খারাপ। বহু ছেলেমেয়ে পাশ করে কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। করোনার পর অনেকের কাজ চলে গিয়েছে। করোনার সময়ও এই আবাসন শিল্পের কাজ বন্ধ ছিলো। ফলে অনেকে বেশ কষ্টে পড়েছেন। সেইদিক থেকে এখন অবস্থা স্বাভাবিক হয়েছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনেকের কর্মসংস্থান জড়িয়ে গিয়েছে এই শিল্পের সঙ্গে। আবাসন শিল্পের আরও প্রসার ঘটুক এমনটাই চাই আমি। কিন্তু তার সঙ্গে সবুজায়ন বা পরিবেশ নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে। পরিবেশও ঠিক রাখতে হবে, আবাসনও করতে হবে।

(লেখক শিলিগুড়ি শিল্প তালুকের সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজের প্রধান কর্ণধার।)

CELL : 9434106759
7001799028

Binayak Basu

Consulting Civil Engineer
(Authorised Engineer under S.M.C. & S.J.D.A. Jurisdiction)
Planner, Designer, Estimator, Construction Supervisor

D.B.C. Road (Near Indoor Stadium)
Deshbandhu Para, Siliguri-734004

প্রবীনদের আশ্রয় ছন্দনীড়

সমীর নন্দী

''হে নতুন / দেখা দিক আর-বার জন্মের শুভক্ষন/তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদঘাটন/সূর্যের মতন। --'' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এক জন্মদিনের প্রাক্কালে কবিতাটি লিখেছিলেন। সেই সূত্র ধরেই বলতে চাই একটি জন্মদিনের পর আর একটি জন্মদিনের শুভক্ষন আমাদের জীবনে ফিরে আসুক। আমাদের অর্ন্তনিহিত যা আছে তার প্রকাশহোক, নবদিগন্তে তার বিচ্ছুরন ঘটুক, সমাজে তার প্রতিফলন হোক, বরিষ্ঠ নাগরিকরাও ব্রাত্য নয় এই অনুভূতিকে সামনে রেখে এই লেখা।

প্রবীন নাগরিকের সংখ্যা ধীরে হলেও ক্রমবর্ধমান, যৌথ পরিবারের বন্ধনের শিথিলতা,সন্তান-সন্ততির জীবন জীবিকার সন্ধানে বিদেশ-বিভূইয়ে পাড়ি দেওয়া ,প্রজন্মের ফারাক ও বেশি বয়সের চাহিদাগুলো পূরনের ঘাটতি , বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রবীন নাগরিকদের আগামী জন্মদিন পর্যন্ত অপেক্ষা এক ছন্দহীন পরিবেশ সৃষ্টি করে। পাশাপাশি কিশোর-কিশোরী ও যুবসমাজ আজ বিভ্রান্ত, সুস্থ সংস্কৃতি আজ চ্যালেঞ্জের মুখে। সর্বোপরি দারিদ্র্য ও অশিক্ষার নাগপাশ থেকে মুক্তি না পেলে সামাজিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে বাধ্য। এই অবস্থা আমাদের কারও দৃষ্টি এড়ায় না।

আমরা আমাদের জীবন ধারনের প্রয়োজনে নানান সৃষ্টি কর্মে যুক্ত হই এবং বিভিন্ন কর্তব্য পালনের দ্বারা জীবন অতিবাহিত করি।বর্তমানে দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনের জন্য জীবন সায়াহ্নে উপনীত বিভিন্ন মানুষকে আমরা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখতে পাই। বিশেষত বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ আছেন যাদের যথাযথ সঙ্গীর অভাবে জীবন নিরানন্দ হয়ে ওঠে।

পারিপার্শ্বিক নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা আমাদের দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করতে পারি না। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সামাজিক কাজকর্মের সাথে যুক্ত কতিপয় ব্যক্তি বিভিন্ন সময় আলোচনায় অংশগ্রহন করে প্রবীন নাগরিকদের যথাসম্ভব প্রাকৃতিক পরিবেশে ছন্দোময় জীবন কাটাতে একটি আবাসন গড়ে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শুধুমাত্র প্রবীন নাগরিকদের আবাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বর্তমান সময়ে যুবসমাজের অস্থিরতা দূর করে নৈতিক উন্নতি সাধন যা ইতিমধ্যে শুরু করা হয়েছে। সর্বোপরি আবাসন সংলগ্ন দরিদ্র মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নতি কল্পে কর্মসূচি গ্রহন সহ বিবিধ সামাজিক কাজের দায়িত্ব গ্রহন করার অভিমত পোষন করা হয়। এই সব আলোচনার ফলস্বরূপ একটি অছি পরিষদ (বোর্ড অফ ট্রাস্টি)গঠন করা হয় এবং 'নবদিগন্ত' নামে ট্রাস্ট এক্টে রেজিস্ট্রেশন করা হয়। ইতিমধ্যে আমাদের একজন হিতৈষী আমবাড়ি ফালাকাটায় এক বিঘা জমি প্রদান করেন। সেই জমিও ট্রাস্ট নবদিগন্তের নামে রেজিস্ট্রেশনকরা হয়। সংলগ্ন আরও ছয়-সাত বিঘা জমি পাওয়ার সুযোগ আছে যদি আমাদের উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। ওই জমির ওপর আনুমানিক পঞ্চাশ জন আবাসিক সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঘর সমেত একটি দ্বিতল বিশিষ্ট বিল্ডিং প্ল্যান উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমোদন লাভ করেছে। এমতাবস্থায় সকল শুভানুধ্যয়ীদের সুচিন্তিত মতামত প্রকল্পকে বাস্তব রূপ দিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করবে আশা করি। আমাদের অনুপ্রেরনা যেমন উত্তরবঙ্গের পদ্মশ্রী করিমুল হক যে বাইক এম্বুলেন্স নামে পরিচিত। দারিদ্র্যও তাকে সামাজিক দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি।

কলকাতায় ইস্টার্ন বাই পাসে এক নিরক্ষর বিধবা সব্জি বিক্রেতার উদ্যোগে একটি হাসপাতাল গড়ে তোলা আমাদের শিক্ষিত সচ্ছল মানুষের বিবেককে নাড়াদেয়।

সর্বোপরি অসীম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যুগ মানব বিবেকানন্দ (যাঁকে আমরা আজ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি অনুষ্ঠানে উদাহরন হিসাবে উল্লেখ করি)--তাঁর বেলুড় মঠ স্থাপন কালে তদানীন্তন বহু ধনী, শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষের কাছে উপেক্ষিত হয়েছিলন। পরবর্তীতে দুই বিদেশিনীর অর্থানুকূল্যে জমি ক্রয় করে তার যাত্রা শুরু যা আজ মহীরুপে পরিণত হয়েছে।

তুলনা নয়-- অনুপ্রেরনাই আমাদের শক্তি

তাই ' Where there is will,there is way ' এই বিশ্বাসকে সম্বল করেই এগিয়ে চলার শপথ নিয়ে আমরা সকলে হাতে হাত মিলিয়ে গন্তব্যে পৌছাব।

''যব জগ মে আয়ো,জগ হসে তুম রোয়।

এয়সী করণী কর চলো, কি তুম হসে জগ রোয়। ''--তুলসী দাস।

আবাসনের সঙ্গে সবুজায়নের কথা ভাবতে হবে

ভাস্কর বিশ্বাস
(দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি, সিভিল ইঞ্জিনীয়ার)

বিগত পঁচিশ বছর ধরে আমি আবাসন শিল্পের সঙ্গে যক্ত। টেকনিকাল কন্সট্রাকশন সুপারভিশনের পাশাপাশি সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের দিকগুলো নিয়েই আমি মুলত কাজ করি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবাসনের চাহিদা বেড়েছে।আগে পাঁচ কাঠা বা দশ কাঠা জমির ওপর একটি পরিবার থাকতো। কিন্তু এখন উন্নয়ন হচ্ছে। এখন পাঁচ কাঠা জমির ওপর সাত আটটি পরিবারের আশ্রয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। এটা খুবই জরুরি। আসলে প্রত্যেকের আলাদা জমি কিনে বাড়ি করা সম্ভব নয়। জমিও অত নেই আর অত আর্থিক সামর্থ্যও সকলের নেই। আর জমিও একটা সময় একদম শেষ হয়ে যাবে। এর জেরে এই যে কন্সট্রাকশন হচ্ছে তার ফলে মানুষের ন্যুনতম প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ দু বি এইচ কে ফ্ল্যাট,ত্রি বি এইচ কে ফ্ল্যাট, ফোর বি এইচ কে ফ্ল্যাট একটা ন্যায়সঙ্গত দামে সামর্থ্যের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে। কন্সট্রাকশন ডেভলপ হতেই থাকবে। শহরের উন্নয়নের সঙ্গে কন্সট্রাকশন হওয়া জরুরি। তার সঙ্গে আমাদের মাথায় রাখতে হবে সবুজায়ন। সবুজ না থাকলে আমাদের অনেক ক্ষতির সম্ভাবনা । সবুজ না থাকলে একটা সময় আসবে যখন দেখা যাবে বিল্ডিং আর বিল্ডিং ,কোনো সবুজ নেই। কাজেই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। পুরসভারও এজন্য নিয়ম রয়েছে। বিল্ডিং তৈরি করতে গেলে একটা অংশ সবুজ রাখতে হবে। কিন্তু কোথাও কোথাও তা মানা হয়, কোথাও তা হয় না। সুন্দর সুন্দর বিল্ডিংয়ের সঙ্গে সুন্দর সুন্দর গাছ রেখে দিলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।এখনতো ভারতের বাইরেও আমরা দেখছি, মরুভূমিতে কি সুন্দর সব আবাসন তৈরি হচ্ছে।আর সব আবাসনেই সবুজ দিয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কাজেই সেসব থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি।

আমি দার্জিলিং পলিটেকনিক কলেজ থেকে পাশ করি। পাশ করে দেখলাম, চাকরির থেকে এই কন্সট্রাকশন লাইন বেশ ভালো। আমার বেশ ভালো লাগতো এই কাজ। বিভিন্ন নতুন নতুন বিল্ডিং তৈরি করতাম। তারপর ধীরে ধীরে যুক্ত হয়ে পড়লাম কনসালটেন্সি লাইনে। প্রথমে দেখতাম পাঁচ কাঠা দশ কাঠা জমির ওপর বাড়ি বানাতো লোকজন। পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে অনেক জমি ছিলো শিলিগুড়ি ও তার আশপাশে। তখন দশ কাঠা জমির ওপর মানুষ দুহাজার বর্গ ফুটের একটি বাড়ি তৈরি করতেন। এক তলা দুতলা বাড়িহোত। বাকি জমি পড়ে থাকতো। একটা পরিবার সেখানে থাকতো।তখনও ডেভলপারদের কাজ শুরু হয়নি। ধীরে ধীরে জমির সঙ্কট তৈরি হলে ডেভলপাররা শুরু করলেন কাজ।তখন বিল্ডিং তৈরি করে তাতে অনেকগুলো পরিবারের আশ্রয়ের ব্যবস্থা হতে থাকলো। তাতে অনেক অর্থের সাশ্রয় যেমন হতে থাকলো তেমনই নতুন জমি কিনে বাড়ি তৈরির কষ্ট বা পরিশ্রমও কমতে থাকলো।

আমার কনসালটেন্সি ফার্ম ভাস্কর বিশ্বাস নামে। কাজ করতে গেলে কতগুলো নিয়ম মেনে চলা দরকার। আমি যখন সেবা দেবো তখন একশ শতাংশ সেবা দেবো। আমার দায়িত্বজ্ঞান থাকতে হবে। সবার পক্ষে বড় বড় বিল্ডিং তৈরি করা সম্ভব নয়। ঋন নিয়ে মানুষ বাড়ি বানায় বা ফ্ল্যাট কেনেসেক্ষেত্রে মানুষকে সঠিক দিশা দেখানো আমাদের দায়িত্ব। ডাক্তারের কাছে মানুষ কখন যায়? কোনো উপায় না দেখেই মানুষ অসুস্থ হলে শেষমেষ চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যান। মানুষ ঋন নিয়ে নিজের একটা ভালো আশ্রয়ের জন্য আমাদের কাছে আসে। আমরা যদি সেই মানুষের চিন্তাভাবনা বা তাঁর স্বপ্নের দিকে নজর দিয়ে ফ্ল্যাট বা বাড়িটা দিতে পারি তবে সেই মানুষটা সুখি হন। আমি সেই দিকে দিনের পর দিন নজর দিয়েছি। আর সেই দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে কাজ করতে থাকায় পঁচিশ বছরেও আমার ফার্ম টিঁকে রয়েছে।

শিলিগুড়ি ও তার আশপাশে আবাসন শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে। এর সঙ্গে অনেক লোকের রুটিরুজি জড়িত । শিলিগুড়ির আশপাশের গ্রামগুলি ছাড়াও শিলিগুড়িতে বহু হার্ডওয়ারের দোকান এর সঙ্গে যুক্ত। প্রচুর কেনাবেচা হচ্ছে এই শিল্পে। আর যত এই শিল্পে ব্যবসা বাড়বে ততই শহরের উন্নয়ন হবে।এখন বাইরে থেকে অনেক আর্কিটেক্ট এসে এই শহরে কাজ করছেন। শিলিগুড়ির বাইরে অন্য রাজ্যের লোকজনও এখানে এসে ফ্ল্যাট কিনছেন। অসম, বিহার, সিকিম থেকে অনেকে ফ্ল্যাট কিনে রাখছেন শিলিগুড়িতে। অনেক সরকারি কর্মচারিরাও ফ্ল্যাট কিনে রাখছেন।

এখানে যত ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে তার সবটাতেই ভূমিকম্পর দিকটিতে নজর রাখা হচ্ছে। ভূমিকম্প হলে বিল্ডিংগুলো যাতে ঠিক থাকেসেদিকে নজররাখা হয়। ছয় থেকে সাত রিখটার স্কেলের দিকটি

মেনেই কাজ হচ্ছে।

স্বাস্থ্যর দিকেও নজর রাখা দরকার। নির্মীয়মান বিল্ডিংয়ে যাতে জল জমে না থাকে সেদিকে সকলের নজর রাখতে হবে। যাতে জমা জল থেকে মশার জন্ম না হয়। সবকিছু পুরসভা একা করতে পারবে না। আমাদের সচেতন হতে হবে।

আমি কিছুদিন আগে এই আবাসন শিল্প সংক্রান্ত কাজে দুবাই গিয়েছিলাম। সেখানে অপূর্ব সব বিল্ডিং দেখে এসেছি। দুবাই হলো মরুভূমি। সেখানে দেখেছি, রাস্তার ধারে বহু গাছ। বিভিন্ন বিল্ডিংয়ে সব গাছ। আর সেইসব গাছে ভোরে ও বিকালে নিয়ম করে মেশিন দিয়ে সুন্দরভাবে জল দেওয়া হয়।মরুভূমির মধ্যে কি সুন্দর সবুজায়নের ছবি। অসাধারণ। ওরা কি সুন্দর রক্ষনাবেক্ষন করে তা বলাই বাহুল্য।

সবার আগে সবুজায়নের দিকটিতে আমাদের নজর রাখতে হবে। মানুষের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে দেখতে হবে। বিল্ডিং তৈরিতেও অনেকসৌন্দর্যায়নের দিক ফুটিয়ে তোলা যায়। ভিয়েতনামেও দেখেছি সব সুন্দর বিল্ডিং।কিন্তু তার সঙ্গে ওরা সবুজায়ন করছে দারুনভাবে। ডেভেলপার বিল্ডিং তৈরির পর সেই বিল্ডিংয়ে যারা থাকবেন তারা দেখবেন যাতে সবুজ পরিবেশ বজায় থাকে। বিল্ডিংগুলোতে অনেক ছোট ছোট গাছের সারি রাখা যায়। এতে সবাই ভালো থাকবে।

ছন্দ ফিরে পাওয়ার আশ্রয় ছন্দনীড়

সমীর নন্দী (নৌকাঘাট, শিলিগুড়ি---সম্পাদক, নবদিগন্ত চ্যারিটেবল ট্রাস্ট)

প্রবীন নাগরিকরা সমাজে ব্রাত্য নন, ছন্দ ফিরে পেতে আমরা আমবাড়িতে শুরু করেছি ছন্দনীড়। অবসরগ্রহনের পরও সমাজকে অনেক কিছু দেওয়ার আছে প্রবীন নাগরিকদের। আর আগামীতে প্রবীনরা যাতে আরও বেশি করে মানুষের সেবামূলক কাজে আসতে পারেন সেই ভাবনা থেকে শুরু হতে চলেছে ছন্দনীড়। মানুষের জীবন চলে এক ছন্দে। শৈশবে একরকম, কৈশোরে একরকম, যৌবনে একরকম আর বার্ধক্যে আরেকরকম। ছন্দনীড়ে প্রবীন নাগরিকরা সেই ছন্দেই কাজ করবেন। শিলিগুড়ি শহরের পাশে এনজেপি থেকে দশ কিলোমিটার দূরে আমবাড়ির জমিদারগছে শুরু হয়েছে নবদিগন্ত চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। সেই ট্রাস্টের অধীনেই তৈরি হচ্ছে ছন্দনীড়। এরকম বহু প্রবীন নাগরিক রয়েছেন যাঁরা পুত্র সন্তানকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন বা কন্যা সন্তানের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু পুত্র কন্যা বাইরে থাকায় নিঃসঙ্গ বোধ করেন। সেই সব মানুষেরা অনায়াসে ছন্দনীড়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারেন। প্রবীন নাগরিকদের যাঁর যা হবি তা নিয়ে তাঁরা অনায়াসে দিন অতিবাহিত করতে পারেন এই ছন্দনীড়ে। সেখানে মেডিটেশনের ব্যবস্থাও থাকছে। থাকছে আরও অনেক সুন্দর ব্যবস্থা। সবমিলিয়ে শিলিগুড়ির পাশে আমবাড়িতে এক সুন্দর ঘরোয়া পরিবেশে প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিতে এক ছন্দ খুঁজে নিতে ছন্দনীড়।

দশ বিঘা জমিকে নিয়ে আমাদের নবদিগন্ত চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। প্রবীন নাগরিকদের সুসংহত এক আশ্রয় স্থল। প্রকৃতির কোলে তা তৈরি হচ্ছে। আমরাআশা করছি, এক বছরের মধ্যে শুরুটা করতে পারবো। ধীরে ধীরে সেখানে পঞ্চাশ জন থাকতে পারেন তার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। যারা সেখানে থাকবেন তারা গল্পগুজব করে নিজের বাড়ি মনে করেই থাকতে পারেন তার প্রচেষ্টা চলছে। জীবনের একটা হৃদম যাতে তাদের থাকে সেই ধরনের দিক ভাবনা হচ্ছে। যারা আগে শিক্ষকতা করতেন তারা যাতে শেষ বয়সেও শিক্ষকতা করতে পারেন তার উদ্যোগ গ্রহন করা হচ্ছে। যদি একটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র শুরু করা যায় তার চিন্তাভাবনা হচ্ছে। যারা হাতের কাজ জানেন তারা স্থানীয় মহিলাদের হাতের কাজ শিখিয়ে স্বনির্ভর করে দিতে পারেন। এতে সেই সব মহিলারা দুটা পয়সা রোজগার করতে পারেন। বছরে একটি খেলাধূলার আয়োজন করার ভাবনা হচ্ছে। তার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানতো রয়েইছে। স্বাস্থ্য সচেতনতার নানা অনুষ্ঠান করা। একটা সুস্থ পরিবেশ তৈরির জন্য যা যা করার প্রয়োজন তারই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এই ছন্দনীড়ে।

থাকাখাওয়াই নয়, জীবন জীবিকার মধ্যে যাতে একটা প্রতিফলন ঘটে তার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। আজকের দিনে অনেকেই হতাশায় ভুগছেন। ডিপ্রেশন বাড়ছে। সেই পরিস্থিতি কাটাতে মেডিটেশনও শুরু করা হবে। শান্তির খোঁজ যাতে হয় তার কর্মসূচি নেওয়া হবে প্রতিনিয়ত। মনের খিটে মেটানো, প্রাণের আশ্রয় তৈরি করতে এই ছন্দনীড়। ষাট বছরের উর্ধ্বে যারা আছেন তারা এখানে থাকতে পারেন। যারা একাকীত্বে ভুগছেন, তাদের জন্য ভালো পরিবেশ এখানে তৈরি হচ্ছে। ভবঘুরেদেরও জন্য আমরা একটি আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছি। যোগাযোগের নম্বর ঃ ৯৪৩৪৪৯৬১১২/৯০৬৪১০৫৯৩৩

আবাসন-আশ্রয়ের ভাবনায় রাজ্য আবাসন পর্ষদ

অমিত ঘোষ
(সাব এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার, রাজ্য আবাসন পর্ষদ, শিলিগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয়)

পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্ষদ ১৯৭২ সালে তৈরি হয়েছিল। যখন এটি তৈরি হয় আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল,গরিবদের জন্য বাসস্থান তৈরি করে কম অর্থের বিনিময়ে তাদের হাতে তা তুলে দেওয়া। আমাদের তৈরি ফ্ল্যাটগুলোর এত চাহিদা যে যখন মাটি কাটা হয় তখনই লোকজন যোগাযোগ করেন কেনার জন্য। এবং তা দ্রুত বিক্রিও হয়ে যায়। উত্তরবঙ্গে আমাদের প্রথম প্রজেক্ট তৈরি হয় ১৯৯৫ সালে। হিমালয় কন্যা আবাসন। সেটির অবস্থান শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসে। সেখানে আমাদের ফেজ ওয়ান, ফেজ টু এবং ফেজ ত্রি হয়েছে। ফেজ ওয়ানে ২৬৬টি ফ্ল্যাট তৈরি হয়। সবই বিক্রি হয়ে যায়। ১৯৯৮ সালে এটি হস্তান্তর হয়। তাতে এম আই জি, এইচ আই জি এবং প্লট উইত হাউস। সেকেন্ড ফেজে ১৩৩টি ইউনিট হয়। তাতে ৩৩টি প্লট উইথ হাউস, বাকিটা এইচ আই জি বি। সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে। এরপর থার্ড ফেজে ৮১টি ইউনিট হয়। তারমধ্যে ১৭টি হলো

প্লট উইত হাউস এবং বাদবাকি ফ্ল্যাট। আমরা চাইছি, উত্তরবঙ্গর মানুষ আমাদের কাছে আসুক এবং আমরা প্রচুর ফ্ল্যাট তৈরি করেছি। তারা কিনুক এগুলো। গুনগত মানের দিক থেকেও সেসব ফ্ল্যাট বেশ ভালো। এই মুহূর্তে আমাদের কাছে ৩২টি ইউনিট তৈরি আছে যা বিক্রি করা হবে। এখন ফ্ল্যাটের দামগুলো বাড়বে একটু।

আগামীতে আরও প্ল্যান চলছে। হিমালয় কন্যা আবাসনটি তৈরি হয়েছে ১৫ একরের ওপর। ৩৮১টি ফ্ল্যাট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। ওয়েস্টবেঙ্গল হাউজিং বোর্ডের ওয়েবসাইট রয়েছে। সেখানে গেলে আরও তথ্য পাওয়া যাবে।

হিমালয় কন্যা আবাসনের পাশেই রয়েছে একটি জমি। আমাদের আবাসন পর্ষদেরই জমি , ১৯ কাঠা। সেখানে জি প্লাস সিক্স শুধুমাত্র ফ্ল্যাট তৈরির পরিকল্পনা আছে।সেখানে কুড়িটি ফ্ল্যাট তৈরি হবে। শীঘ্রই তার কাজ শুরু হবে। শিলিগুড়ি স্যাটেলাইট টাউনশিপে আমাদের জমি আছে । ফুলবাড়ি এলাকায়। ১৯৮৫ সালে সেখানে কাজ হয় অনেক ফ্ল্যাট তৈরির। ই ডাব্লু এস পাঁচশ ইউনিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। এলাকাটি ১৪ একর জমির ওপর।

এখন আমাদের আরও ফ্ল্যাট তৈরি করতে হবে। মানুষ আগ্রহ সহকারে আমাদের ফ্ল্যাট গ্রহন করে। লোয়ার ইনকাম গ্রুপ, মিডল ইনকাম গ্রুপের জন্য আমাদের ব্যাপক হারে ফ্ল্যাট তৈরি করতে হবে। সবার পক্ষে দাম দিয়ে বেশি দামি ফ্ল্যাট কেনা সম্ভব নয়। তাই গরিবদের কথা ভাবা হচ্ছে।

আমাদের এখানে ফ্ল্যাট কেনার জন্য আমাদের কোনো ক্যাশ টাকা দিতে হবে না। ফ্ল্যাট বিক্রির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পর ক্রেতাকে ব্রোসিয়র কিনতে হবে ব্যাঙ্ক থেকে। এপ্লিকেশন মানি জমা দিয়ে ক্রেতাকে ব্যাঙ্কেই টাকা জমা দিতে হবে। তারপর লটারি হবে আমাদের এখানে। লটারি হওয়ার পর যারা ফ্ল্যাট পেলো ব্যালান্স পেমেন্ট কিস্তিতে পেমেন্ট করতে হয়। আমাদের এখানে এলটমেন্ট লেটার নিয়ে যে কোনো ব্যাঙ্কে গেলে তা ঋন পেয়ে যাবে। লোন পরিশোধ করতে পারবে কিনা ক্রেতা সেটাও দেখা হয়।

আশ্রয় প্রতিটি মানুষের দরকার। আমরা চাই আশ্রয়ের জন্য মানুষ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুক।